

নরক গুলজার

চরিত্রলিপি

ব্রহ্মা
নারদ
যম
চিত্রগুপ্ত
যমদূত
গুঁইবাবা
পান্নালাল
ঘোড়ুই
নেংটি
খগেন চক্কোত্তি-বা খচো
লোকটা
মানিকচাঁদ
ফুল্লরা

(মঞ্চের তিন ভাগে-স্বর্গ নরক মর্ত্য-ত্রিলোক স্থাপিত। আলোকনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এক প্রবাহমান নিরবচ্ছিন্নতা গড়ে উঠবে।)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মর্ত্য। গ্রামের পথ। ঘোড়ুইমশাই ঢোকে। হাতে খেরো-বাঁধানো হিসাবের খাতা। ঘোড়ুই অসুস্থ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছে, মাঝে মাঝে বুক ডলছে।)

ঘোড়ুই : ...মানকে! এই শালা মানকে! এতবড়ো সাহস তোর, তুই আমার গাছে হাত দিস! একগাছ তেঁতুল আমার রাতারাতি ফরসা! বেরিয়ে আয় শালা! কতবড়ো চোর হয়েছিস দেখে নিই! চুরি করার আর জায়গা পাসনি! ...আর শালা এই একটা চোরেই গাঁখানা তচনচ করে দিল রে! এক পুকুর মাছ, এক রাতেই কাবার! সকালে উঠে দ্যাখো ঝাড়াপোঁছা! আর হাঁস মুরগির তো কথাই নেই...নজরে পড়েছে কি...! আর এই হয়েছে খ্যাঁচাকল এক ডিফেন্স-পার্টি! টর্চ কিনে দাও, ছাতা কিনে দাও...খ্যাঁচাকল একটা চোরকে থামাতে পারলি না -

(মানিক ঢোকে। গায়ে নতুন জামা, পায়ে নতুন জুতো।)

মানিক : (ঘোড়ুইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে) আমারে ডাকছেন বাবু?

ঘোড়ুই : ওরে শালা, নতুন জামা নতুন জুতো...শুয়োরের বাচ্চা! আমার তেঁতুল বেচে বাবুগিরি মারাচ্ছ!

মানিক : (কাপড়ের কোঁচায় জুতোটা ঝাড়ে) আজ্ঞে কিনতে হল, শিগ্গিরি বে করব কিনা। কিন্তু এটা কী বললেন, তেঁতুলগাছটা আপনার কীরকম?

ঘোড়ুই : না...তোর বাপের গাছ!

মানিক : আজ্ঞে বাপ তো সেইরকম বলে গেছেন।

ঘোড়ুই : মানকে!

মানিক : বলে গেছেন, হুই তেঁতুলগাছটা তানার বাপের ছেলো...ধম্মত এবং নেয্যত! তো আপনি নিজের জমির সীমানা লাফে লাফে বাড়াতি বাড়াতি গাছটারে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে ফেললেন। পকিতপক্ষে ওটা আমারই...

ঘোড়ুই : তোমারই! (দলিল বার করে) দ্যাখ শালা, দলিল দ্যাখ। স্পষ্ট লেখা তিন্তিড়িবৃক্ষ আমার। দ্যাখ শালা তোর বাপের টিপসই...

মানিক : আজ্ঞে বাপও বেঁচে নেই, হাকিমও কাছে নেই, কী করে বোঝবো ওটা বাপের টিপসই, না হাকিমের টিপসই! পকিতপক্ষে বাঁশঝাড়টাও আমার।

ঘোড়ুই : বাঁশঝাড়ও তোর!

মানিক : সেইরকম জানি বলেই তো বাঁশগুলো চুরি কল্লাম। ধরেন নিজের দ্রব্য ছাড়া আমি তো বড়ো একটা চুরি করিনে ঘোড়ুইমশাই।

ঘোড়ুই : তেঁতুলগাছ তোর, বাঁশঝাড় তোর, গোটা হাতিবাঁধা গাঁখানাই তোর! শালা তোর মিত্যু আমার হাতে। ওই দ্যাখ কে আসছে -

মানিক : (বাইরে তাকিয়ে) একটা মোষ! ওটা তো আমার জ্যাঠার ছেলো -

ঘোড়ুই : তোর জ্যাঠার মোষের পোঁদে পোঁদে কে আসছে?

মানিক : পোঁদে? পোঁদে পুলিশ! (আতঙ্কে) পুলিশ কেন! বাবাগো!

(মানিক পায়ের জুতো হাতে নিয়ে ছুটে বেরোতে যায়।)

ঘোড়ুই : খবরদার! গুলি খেয়ে মরবি!

মানিক : (জুতোজোড়া ঘোড়ুইয়ের হাতে দিতে দিতে) আপনি চারটে ঘা মারেন বাবু...ওনাদের হাতে দেবেন না।

ঘোড়ুই : কেন, সব না তোর! তড়পানি! এখন চল...বাঁশ চুরি, হাঁস চুরি, নারকেল চুরি, তেঁতুল চুরি...মোট আশিটা চুরি...একের পর একটা কেস...খ্যাঁচাকল জীবনেও আর জেলের বাইরে বেরুতে হবে না...হ্যা হ্যা হ্যা...

মানিক : ছেড়ে দ্যান বাবু, আমি আপনার তেঁতুলের দাম দিয়ে দিচ্ছি।

ঘোড়ুই : পথে এসো চাঁদ! সাড়ে সাতশো টাকা ফ্যালো...

মানিক : তেঁতুলের দাম সাড়ে সাতশো!

ঘোড়ুই : শুধু তেঁতুল! বাঁশ নেই, হাঁস নেই, কুমড়ো নেই, রুইমাছ নেই...ওই দ্যাখ খ্যাঁচাকল এসে পড়েছে...

মানিক : অত টাকা কোথায় পাব?

ঘোড়ুই : না থাকে দে...(মানিক না বুঝে ঘোড়ুইয়ের হাতে জুতো বাড়িয়ে দেয়। ঘোড়ুই জুতো ফেলে ধমক দেয়) ভিটের দলিল দে! ভিটেমাটি যদি লিখে দিস মানকে - কেসগুলো তুলে নিতেও পারি -

(মানিক কাঁদছে।)

দিবি, না...হাজতে যাবি! ভিটে তো এমনিতেও ভোগ করতে পারবিনে...জীবন যাবে জেলখানায়। যা, ঝপ করে নিয়ে আয়। আমি ওনাদের শান্ত করি -

মানিক : (ডুকরে ডুকরে ওঠে) ও বাপ...কেনে বলেছিলে হাঁস, বাঁশ, তেঁতুল পকিতপক্ষে আমার? নইলে তো চুরি করে ফাঁসতাম না গো!

(মানিক জুতো পায়ে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতর চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে।)

ঘোড়ুই : তবে! (হেসে) কর শালা, চুরি কর। তোরই গাছ, তোরই মাছ...তুই করিস চুরি...আমি পাই ঘরবাড়ি। মানিকচাঁদ, তুই কত বড়ো চোর, আর বামনদাস ঘোড়ুই কত বড়ো খ্যাঁচাকল -

(বলতে বলতে ঘোড়ুই মানিকের বাড়ির ভেতরে যায়। নেপথ্যে ঘোড়ুইয়ের গলা।)

বাবা মানিকচাঁদ, দলিলটা বার করো বাবাধন। (জোরে) মানিক...মানকে...অ্যাই মানকে! কই তুই? মানকে...

(মানিককে দেখা গেল চুপিসাড়ে অন্যপথে বেরিয়ে এসে পালাচ্ছে। ঘোড়ুই পাগলের মতো ফিরে আসে। কাছাখোলা। হাতে মানিকের রবারের জুতো জোড়া।)

(চিৎকার করে) মানকে! মানকে!...পালিয়েছে! আমায় পেছন দেখিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে রে! দলিল নিয়ে পালাচ্ছে...ধর...হারামিরে ধর...ধর...

(উত্তেজিত ঘোড়ুই আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস নরক জেগে ওঠে। নরকের ভয়াবহ ডাকিনী মূর্তির হাঁ-মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে, চোখ জ্বলছে নিভছে, পিঙ্গল কেশরাশি উড়ছে। তীব্র কটু বাজনা বেজে ওঠে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে

করতে ঘোড়ুই মারা যায়। নরকের পিশাচেরা পৈশাচিক উল্লাসে ছুটে এসে মৃত ঘোড়ুইকে ঘিরে ধরে নাচতে থাকে। পিশাচদের সর্বাঙ্গ কালো বোরখায় ঢাকা। অন্য চরিত্রের অভিনেতারা এই পিশাচরূপে অবতীর্ণ হতে পারে। নেপথ্যে ধ্বনি ওঠে: 'বলহরি হরিবোল!'...পিশাচবেষ্টিত ঘোড়ুই নরকে ঢোকে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্বর্গ। সুন্দর সুসজ্জিত। পিতামহ ব্রহ্মা পালঙ্কের ওপর নিদ্রিত। নারদমুনি নেচে নেচে গান গাইছে।)

নারদ : (গান)
কথা বোলো না কেউ শব্দ কোেরা না
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন
গোলযোগ সইতে পারেন না।
একদা উষাকালে মজিয়া লীলাছলে
ভগবান বিশ্ব গড়িলেন।
কালে কালে জীর্ণ হল বাগানখানা শুকিয়ে এল
আর জমিদারি দেখতে পারেন না।।
ভগবানের ছানাপোনা দেবতা আছেন নানাজনা
আয়েশে ফুর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করেছেন।
সব হেলে দুলে চলে
টলমল করে...
অকাজের গোঁসাই তারা কাজের বেলা না।।
কথা বোলো না কেউ শব্দ কোরো না
ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন
দায়ভার বইতে পারেন না।।

(নেপথ্যে যমরাজের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল...'ঠাকুরদা...ঠাকুরদামশাই...'। যমরাজ ঢোকে। যমরাজ খোঁড়াচ্ছে। যমদণ্ডটি এখন তার যষ্টি।)

যম : ঠাকুরদা!

নারদ : আরে আরে, নরকেশ্বর যমরাজ যে! সর্ব কুশল?

যম : (নিদ্রিত ব্রহ্মার পা ধরে) ঠাকুরদা...ও ঠাকুরদা...

নারদ : সকালবেলা মোষের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? পিতামহ ব্রহ্মা ঘুমুচ্ছেন।

যম : (খিঁচিয়ে) কী করছে!

নারদ : নাসিকায় খাঁটি সরষের তেল ঢেলে...

(বাকিটা নাক ডেকে বোঝায়।)

যম : বাঃ! বা-বা-বা-বাঃ! যখনই আসব, ঘুমুচ্ছে! আমরা মরছি নাকের জলে চোখের জলে...হাত পা ভেঙে ন্যাজে-গোবরে - আর দেবকুলের মাথা...নাকে তেল ঢুকিয়ে...উঃ...

(যম বাকিটা শেষ করার আগে কোমরের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে।)

নারদ : আরে ও যমরাজ, ল্যাংচাচ্ছ নাকি?

যম : নারদ! একটা লোক ব্যথায় টাটাচ্ছে...ফ্যাকফ্যাক করে তোমার হাসি হচ্ছে! এই বুঝি তোমার ভদ্রতা!...হারামজাদা আছ তো স্বর্গে...হাওয়া খাচ্চো...গায়ে রস জমেছে! পড়তে আমাদের মতো নরকের পাল্লায়, ঝুঁটি নাচানো বেরিয়ে যেত। (ব্রহ্মার দিকে চেয়ে) কেন আছে অ্যাঁ...কোথায় কী হচ্ছে কোনো খবর রাখবে না। কী করতে আছে, অ্যাঁ...

নারদ : ভাম ভাম ভাম...

বুড়া একটি পুরা ভাম!

ক্যা করোগে ভাই, ইসকো নেহি কোই কাম!

যম : ঠিক বলেছ! জরদ্গব!

নারদ : চ্যবনপ্রাশ খায়! অকর্মণ্য...

যম : যত জুটেছে শালা ঘাটের মড়া...

(বিচিত্র হাই ছাড়তে ছাড়তে ব্রহ্মার ঘুম ভাঙছে। যম সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে -)

অপার করুণাময়... দীনবন্ধু.. বিপত্তারণ... সর্ববিঘ্ননাশী... পিতামহ ব্রহ্মা পরমপূজনীয়েষু... শ্রীচরণকমলেষু...

ব্রহ্মা : (উঠে বসে) গালাগালিগুলোও তো তুমিই দিচ্ছিলে! জরদ্গব...ঘাটের মড়া...

নারদ : শালা!

ব্রহ্মা : গায়ে মাখি না। এক ডাকেই সাড়া না দিলে সব শালাই ভগবানকে শালা বলে। ঠাকুরদাকে শালা বলবে না তো কাকে বলবে? (যমকে) দাঁড়িয়ে পেন্নাম করছ যে! সাষ্টাঙ্গ হও।

নারদ : হও...

যম : পারছি না ঠাকুরদা...আমার হিপ-বোন ভাঙা...

নারদ : এখুনি তো দু-পা তুলে তড়পাচ্ছিলে। পেন্নামের বেলায় ভেঙে গেল?

(যম বহু কষ্টে নীচু হচ্ছে)

আউর থোড়া...হেঁইয়ো...আউর থোড়া

ব্রহ্মা : (যমের ঘাড় ধরে) সাষ্টাঙ্গ হও...

(যম ব্রহ্মার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।)

এইবার বলো, কী হয়েছে? নাতবউরা সব কেমন আছে? বড়ো ভালো বউগুলো তোমার যম...

নারদ : বিশেষ করে বারো নম্বরটি। একটি কাশ্মীরি ফারের কোট!

ব্রহ্মা : কোট! দেখলেই যমের ওপর আমার সব রাগ পড়ে যায়...! কাশ্মীরি ফার!...দেখছিনে কেন?

যম : (ডুকরে ওঠে) সে আর নেই ঠাকুরদা! আপনার নাতবউ ছেন্তাই হয়ে গেছে!

ব্রহ্মা : ছেন্তাই! নাতবউ? কী সর্বনাশ! উত্তিষ্ঠ! উত্তিষ্ঠ! ওরে ওঠ না! - চিত্রগুপ্ত!

(চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।)

চিত্রগুপ্ত : প্রভু...

ব্রহ্মা : ওকে তুলে বসাও!...কে ছেন্তাই করল?

চিত্রগুপ্ত : নরকবাসী পাপীরা প্রভু, ভূতপিশাচ! কাল রাত্রে...

ব্রহ্মা : বলো কী!

চিত্রগুপ্ত : হ্যাঁ প্রভু! নরকেশ্বর বারো নম্বরকে নিয়ে বিমানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন! দুষ্ট ভূতগুলো দল বেঁধে বিমানখানি লোপাট করে ছোটোরানিমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে প্রভু!

ব্রহ্মা : কী কাণ্ড! এখানেও হাইজ্যাকিং? তোমাদের দায়িত্ব ভূতপিশাচদের ঠান্ডা রাখা, এখন ভূতেরাই তোমাদের বউ ধরে টানছে! এসব কী হচ্ছে মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে হবেই তো! নরকে আজ রক্ষীদের চেয়ে ভূতের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে প্রভু!

ব্রহ্মা : সে কী!

যম : (ধৈর্য হারিয়ে) আরে দূর ছাতা! কোনো খবরই রাখবে না, জেগে উঠে যা শুনছে, সে কী - সে কী! জানেন, এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূতগুলো কীরকম ফেরোশাস! সাধে কি আর বলে ঘাটের ম - ম - (সামলে) আমার মাথার ঠিক নেই ঠাকুরদা - নাতবউকে ছাড়িয়ে এনে দিন!

(যমের ক্রোধে ব্রহ্মা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার সাহস পেয়ে)

ব্রহ্মা : কাপুরুষ! ছেন্তাইকারীদের মেরে ফেলতে পারোনি!

যম : (পুনরায় ধৈর্য হারিয়ে) এই, এই আপনি কি জেগেছেন? কী বলা হচ্ছে কিছু খেয়াল করেছেন? (ব্রহ্মা ঘাড় নেড়ে জানায়, না - খেয়াল করেনি) ওরা ভূতপ্রেত, ওদের মারা যায় নাকি? মরার পরেই তো ওরা আমার কাছে এসেছে। মড়াকে আবার মারা যায় কখনো?

নারদ : প্রভু, আপনাকেও চোখ রাঙাচ্ছে!

ব্রহ্মা : না না। প্রাপ্তেষু আঘাতে হিপে, নাতি মিত্রবদাচরেৎ। বলো, বলো, কারা কারা এই দুস্কর্ম করেছে, নাম বলো দেখি!

চিত্রগুপ্ত : কটার নাম বলব প্রভু! সব আপনার ওই ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক।

ব্রহ্মা : কুত্র! কুত্র!

চিত্রগুপ্ত : রানিমা পশ্চিমবঙ্গের মালেদের হাতে পড়েছেন প্রভু!

নারদ : তবে পত্নীর আশা ছেড়ে দাও যমরাজ।

চিত্রগুপ্ত : মুনিবর ঠিকই বলেছেন। নরকপুরীতে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস এই ওয়েস্ট বেঙ্গল সেল। ওখানে খুনে আছে, ডাকাত আছে, চোর-জোচ্চার-গুন্ডা কে নেই? আছে সুদখোর মহাজন, মানুষমারা ডাক্তার। দীর্ঘদিন ধরে ওরা একটা দাবি জানিয়ে আসছে। ওদের দাবি, পুনর্জন্ম দিতে হবে।

ব্রহ্মা : কিম্! কিম্!

নারদ : পুনর্জন্ম! রিবার্থ!

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা আবার ওদের মাতৃভূমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে জন্মাতে চায়। আমার কাছে নশো স্মারকলিপি পেশ করেছে। দাবি মেটানো হচ্ছে না বলে এই চরম পথ ধরেছে।

ব্রহ্মা : জন্মাতে চায়! দাও না জন্ম! ঝামেলা নিষ্ক্রান্ত হয়।

যম : (ভয়ংকর জোরে) না। মহাপাপীদের জন্য নরকভোগ। আমি নিজে বিচার করে রায় দিয়েছি - ওয়েস্ট বেঙ্গল গড়পরতা ত্রিশ হাজার বছর। আমি ধর্মরাজ! পাজি বদমাশের কাছে মাথা নোয়াব না! মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে একটাকেও ছাড়ব না।

ব্রহ্মা : তবে মর!

যম : ঠাকুরদা!

ব্রহ্মা : তোমার ব্যাপারে আমি নেই। প্যাঁচড়া কোথাকার! সামলাতেও পারবে না, ছাড়বেও না। নারদ, তুমি গীত গাও।

যম : আপনি এখন গীত শুনবেন?

ব্রহ্মা : জ্বালিয়ে মারলে! এর কি আর কোনো কাজ নেই?

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে কাজ তো আছেই। এক্ষুনি ওঁর কলকাতায় যাবার কথা। বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাসের আজ মৃত্যুদিন। যমরাজের সেখানে উপস্থিত থেকে মৃত্যুকর্মাদি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার কথা।

ব্রহ্মা : রোসো! রোসো! বঙ্গশ্রী বাঁটুল মানে কোন বাঁটুল!

চিত্রগুপ্ত : বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস। দশখানা বাড়ি, দশখানা গাড়ি, দশটা বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিক...বেজায় বড়োলোক।

ব্রহ্মা : বুঝেছি! বুঝেছি! ওকে মারবি কোন আক্কেলে? ওরে ও যে আমারই...

যম : হুঁ-উ, তোমার মাল...তোমাকেই যে এখন হুড়কো ঠেলছে তার খবর রাখো? এই তো কালই আরেক হারামজাদাকে মেরে নরকে ঢোকালুম।

ব্রহ্মা : হুম্? হুম্?

যম : (ভেংচি কেটে) হুম্? হুম্? অত ঘুম দিলে জানবে কী করে? আরে ওই যে হাতিবাঁধা বিষ্টুপুরের জোতদার বামনদাস ঘোড়ুই। ব্যাটা টাকার কুমির! তবু গরিবের ভিটেমাটি গ্রাস করবে বলে মানিকচাঁদ নামে এক ব্যাটা চাষার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। আমিও ব্যাটাকে ড্যাশ মেরে মাটিতে ফেলে - হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা : ওরে করেছিস কী? বেছে বেছে ভিআইপি মারা শুরু করেছিস! একটু ঘুমিয়েছি, সেই ফাঁকে মাথামোটাটা যত নিজেদের লোক মারল গো!

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদপুষ্ট এইসব ভিআইপি-রা সুতীব্র বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে প্রভু। মর্ত্যের লোকেরাও সন্দেহ করছে, ওরা আপনারই লোক। তাই ওদের অত্যাচার যত বাড়ছে, লোকজন ততই আপনার ওপর খেপছে!

ব্রহ্মা : অ্যাঁ, খেপছে! জনতা খেপছে! না, না, তা'লে মারো। কিন্তু সসম্মানে মারো, সসম্মানে নরকে ঢোকাও। যাও, এক্ষুনি রাজধানী এক্সপ্রেসে করে বাঁটুলকে সসম্মানে নিয়ে এসো।...কিন্তু নারদ, বারো নম্বরের কী হবে?

নারদ : প্রভু যদি অনুমতি করেন, আমি একবার নরকটি পরিদর্শন করে আসতে পারি। জানাটা দরকার, নরকটাকে কে নাচাচ্ছে! হু অ্যান্ড হোয়াই?

ব্রহ্মা : পারবে নারদ? ভূতের কবল থেকে নাতবউকে...আমাদের হারিয়ে যাওয়া ফারের কোটটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে?

নারদ : যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ছদ্মবেশে সোজা ওদের মধ্যে ঢুকে যাব।

চিত্রগুপ্ত : খুব ভালো হয় প্রভু! মুনিবর ছদ্মবেশেই ঢুকে পড়ুন - ওয়েস্ট বেঙ্গলের কারো রূপ ধরে! আমি এক্ষুনি ভালো দেখে একটা ছদ্মবেশ তৈরি করিয়ে আনছি -

যম : থামো! (নারদকে) ঘোড়ার ঘেঁচু করবে তুমি। ও কিচ্ছু করবে না। দুষ্টটা হাসছে।

ব্রহ্মা : (যমকে) তুই তোর কাজে যাবি কি না! গচ্ছ - ঝটিতি গচ্ছ - মমাদেশ!

যম : গচ্ছ! ঝটিতি গচ্ছ! মমাদেশ! বুড়োভাম! দেবভাষাকা শ্রাদ্ধ করতা হ্যায় -

ব্রহ্মা : (জোরে) গচ্ছতু!

যম : (ভেংচি কেটে) যাচ্ছিতু!

(যম বিরস মুখে যাবার সময় নারদকে একটা ছোট্ট ধাক্কা মেরে গেল।)

ব্রহ্মা : এ কী ব্যবহার! কিম্? কিম্?

নারদ : চিত্রগুপ্ত, ছদ্মবেশ গুছিয়ে দাও। চলো, আমরা নরকে যাই!

চিত্রগুপ্ত : (ডুকরে) আমি! আমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেল-এ যেতে বলবেন না মুনিবর! আমার ওপর ওদের রাগ!...আমি আর ফিরতে পারব না প্রভু।

ব্রহ্মা : গচ্ছ, গচ্ছ, একেবারে টিট করে দিয়ে আসবে। মাভৈঃ, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকছি।

নারদ : সে তো খুবই ভালো হয় প্রভু।

ব্রহ্মা : হ্যাঁ! ভেবেছে কী সব, আমাদের ফারের কোট ছিনিয়ে নিয়ে যাবে...চুপ করে বসে থাকব! যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেয়ো!

(চিত্রগুপ্তকে নিয়ে নারদ ভেতরে গেল। সাধক গুঁইবাবা ও ভক্ত পান্নালাল ঢনঢনিয়া ঢোকে। গুঁইবাবা ভাবে বিভোর। চোখ দিয়ে দরদর ধারা গড়াচ্ছে। পান্নালালের হাতে জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ। গুঁইবাবাকে আরতি করছে। মাঝে মাঝে গুঁইবাবার ভাবসমাধি হচ্ছে।)

গুঁইবাবা : অহো! কী-বা মনোরম শোভা! কী-বা মাধুরিমা!

ব্রহ্মা : এসো, এসো বাবা গুঁইবাবা, এসো বৎস পান্নালাল। স্বর্গ বেশ ভালো লাগছে তো বাবার?

গুঁইবাবা : অহো! মধুর মলয়...পারিজাত পুষ্পের গন্ধ..অহো বৃক্ষে বৃক্ষে ন্যাজঝোলা পাখি...অহো গান গাহিছে...মধুর কাকলি...অহো! স্বর্গ এত চিত্তহারী মনোরমো...নমো নমো...(ব্রহ্মার সামনে বসে) অহো ব্রহ্মদরশন! কী দেখিনু...কী দেখিনু পানু...এ আমি কাকে পেনু?

ব্রহ্মা : তা তো পাবেই বাবা গুঁইবাবা...অপার পুণ্য করে এসেছ...সাধনে ভজনে নরজীবন ধন্য করে এসেছ...তোমরা পাবে অক্ষয় স্বর্গ...পাবে আমার দর্শন!

গুঁইবাবা : না, না, না...কতটুকু, ও পানু কতটুকু করে এনু আমি?

পান্নালাল : ও কী বলছেন? কমটা কী করিয়ে এলেন? ধরেন, হামার বাবার তো সাড়ে তিন কোটি ভক্তই ছিল খালি ওয়েস্টো বেঙ্গলে...আফ্রিকায় আউর পাঞ্চ কোটি!

ব্রহ্মা : অতঃ কিম্? অতঃ কিম্? আর কী চাই?

পান্নালাল : তারপর ধরেন, আশ্রমে বাবার বসবার সিট...আসলি সোনার থান ইট...হামি বানায়ে দিয়েছিলাম...

ব্রহ্মা : অতঃ কিম্! সোনার থান ইটে বসে সাধনা, সাধনার আর বাকি রইল কী?

পান্নালাল : হাঁ, লাইন পড়ত ভক্তদের। টাকা পড়ত...সোনা পড়ত...বাড়ির দলিলভি পড়ত। ধরেন ছানা, মাখন, ঘিউ, মুরগি...(সামলে) মুরগি বাবা ছুঁতেন না!

ব্রহ্মা : জ্ঞাতোস্মি! জ্ঞাতোস্মি! জানা আছে!

পান্নালাল : তারপর ধরেন...ওই যে দেখছেন নয়নমধু...

ব্রহ্মা : কিম্ কিম্?

গুঁইবাবা : ধর, ধর, ওরে ঝরে যাচ্ছে পানু, ধর।

পান্নালাল : ধরেন, ধরেন!

ব্রহ্মা : কী ধরব?

পান্নালাল : অছরু ধরেন!

ব্রহ্মা : অশ্রু! (ব্রহ্মা কোষ পেতে গুঁইবাবার নয়নাশ্রু ধরে)

পান্নালাল : খান, খান!

ব্রহ্মা : কী খাব?

পান্নালাল : খান...বাবার অছরু খান...

ব্রহ্মা : কান্না খাব? (বিকৃত মুখে ব্রহ্মা কোষে জিব ঠেকায়)

পান্নালাল : কীরকম লাগে?

ব্রহ্মা : (জিব চুকচুক করে) অমৃত! ইদম্ অমৃতম্!

পান্নালাল : আউর থোড়া খাবেন?

ব্রহ্মা : (জিব চাটতে চাটতে) অমৃত হল কী করে?

পান্নালাল : হোয়, হোয়...আপনি জানতে পারেন না। কোটি কোটি ভক্তলোক খামচা দিয়ে খেত।

ব্রহ্মা : কিমাশ্চার্যম! খলু অমৃতম্!

পান্নালাল : ভালো লেগেছে? বাবা, আউর এক পশলা কাঁদেন তো!

ব্রহ্মা : চোখের জল মধু হয় কীরূপে! (নিজের চোখের থেকে একটু জল নিয়ে জিবে ঠেকিয়ে) আমারটা তো নোনতা...আমার পরিবারেরও নোনতা! বাবা গুঁইবাবা কোন তপস্যায় মধু করলে বাবা, যা স্বয়ং ব্রহ্মারও হয় না!

পান্নালাল : তা ধরেন, ভক্তরা তো ভগবানকে টপকেই যায়।

ব্রহ্মা : তাই গেছ...তুমিও তাই গেছ বাবা গুঁইবাবা! অহম্ অভিভূতম্! বৎস পান্নালাল...যৎপরোনাস্তি।...নাও! এই কল্পতরু থলিটা তোমরা নাও।

(ব্রহ্মা একটি থলি দেয়।)

পান্নালাল : কল্পতরু? ইসকা মতলব!

ব্রহ্মা : যা আশা করে এই থলির কাছে চাইবে, তৎক্ষণাৎ তাই পেয়ে যাবে বাবারা। হেঁ-হেঁ, এ জিনিস আমি বড়ো একটা কাউকে ছাড়ি না। কিন্তু তোমাদের ওপর আমি প্রীত...অহম্ অভিভূতম্...

পান্নালাল : কচৌরি চাই?

ব্রহ্মা : চাও।

পান্নালাল : (থলিটা ফাঁক করে) খাস্তা কচৌরি...

ব্রহ্মা : এসে গেছে। (পান্নালাল হাত ঢুকিয়ে কচুরি বার করল।) খাও।

পান্নালাল : (খেয়ে) কেয়া তাজ্জব! মিঠাপাতি পান মিলেঙ্গি?

ব্রহ্মা : হাত ঢোকাও! (পান্নালাল পান বার করে।)

পান্নালাল : ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগরেট? (থলিতে মুখ দিয়ে) আ-যা আ-যা মেরে ফাইফ ফিফটি ফাইভ! (সিগারেট বার করে) আ গিয়া রে...

ব্রহ্মা : টানো, মনের সুখে টানো বাবা পান্নালাল! আমার সবচেয়ে বড়ো দেওয়াটা আমি তোমাদের দিয়েছি। অভাব রাখব না...কোনো অভাব রাখব না তোমাদের। বাবা গুঁইবাবা, কেঁদো না...কেঁদে কেঁদে তোমার ও দামি জিনিস আর নষ্ট কোরো না! দাঁড়াও, আমি একটা পাত্তর আনি। অহম্ বিস্মিতম্...যৎপরোনাস্তি!

(ব্রহ্মা পিছনে ফিরে বারবার গুঁইবাবাকে দেখতে দেখতে চলে যায়।)

পান্নালাল : (ব্রহ্মা অদৃশ্য হতেই) আ-যা আ-যা...হুইস্কি আ-যা...

গুঁইবাবা : একাই টানবি পানু?

পান্নালাল : বলেন বাবা, আপনার কী চাই? কী খাবেন?

গুঁইবাবা : ক্ষুধা? ক্ষুধাতৃষ্ণা তো আমার চলে গেছে পানু! যতদিন তাকে নাহি পাইনু।

পান্নালাল : বলেন বাবা কাকে চাই...

গুঁইবাবা : রম্ভা!

পান্নালাল : অ, কেলা খাবেন? (থলিটা বাড়িয়ে) মাঙেন একটা রম্ভা...(চমকে) রম্ভা! আচ্ছা জি! স্বর্গের অপ্সরি!

গুঁইবাবা : যখন মর্ত্যে ছিনু...কত মেয়েছেলে...সধবা বিধবা কলেজের ছাত্রী...আর কত অফিসার প্রফেসর ডক্টরেট অ্যাডভোকেট-এর এডুকেটেড ওয়াইফরা আমার ডাইনে বাঁয়ে, কোলেপিঠে ঝুলে আমায় ওডিকোলন মাখাত! স্বর্গে এসে একটাও পেনু না! একটা অপ্সরাই যদি না পেনু...কেন সাধন করিনু...কেন স্বর্গে এনু পানু?

পান্নালাল : কেন কাঁদছেন, এখুনি পেয়ে যাবেন...ডাকেন তো!

গুঁইবাবা : (থলিতে মুখ দিয়ে) রম্ভা...আয় তো আমার রম্ভা! (থলিতে হাত ঢুকিয়ে) কই?

পান্নালাল : মৌজ করে ডাকেন, তবে তো আসবে...

গুঁইবাবা : রম্ভা প্রিয়ে, তোমায় যেমনি দেখিনু, প্রেমশর খাইনু! ইন্দ্রের নাচঘরে তোমার জঙ্ঘা দেখেছিনু...

পান্নালাল : (সোল্লাসে) দেখেছেন!

গুঁইবাবা : (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেখিয়ে) এই থেকে এইটুকু রে ব্যাটা! একেই বলে জঙ্ঘা!...এসো প্রিয়ে রম্ভা, দরশন দাও - এ হিয়া রাখিতে নারিনু - ওগো বরতনু! ডাক না!

পান্নালাল : (থলিতে মুখ দিয়ে) আ-আ-আ-যা! আ-আ-আ-যা!

গুঁইবাবা : (সুরে) আ - যা - আ - যা, মেরে রম্ভা আ - যা...

গুঁইবাবা ও পান্নালাল : (সুরে) আ - যা - আ - যা...আ - আ - আ - যা...

(থলি থেকে দুজনে দুটো পাকা কলা তুলে অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। স্বর্গের আলো নেভে।)

তৃতীয় দৃশ্য

(নরক। ডাকিনীমূর্তি বিভীষিকা ছড়াচ্ছে। নরকের ভেতর থেকে রমণীর আর্তকণ্ঠ ভেসে আসছে : 'রক্ষা করো, রক্ষা করো...প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ কোথায় তুমি?...হে স্বর্গবাসী দেবগণ, কুলরমণীর মান বাঁচাও! ওগো আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল, কেউ এলে না! হায় বিধি, স্বর্গ কি এতই কাঙাল!' ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্ত ছুটে ঢোকে।)

ব্রহ্মা : (পুরোনো যাত্রার ঢঙে) কে! কে! কার কণ্ঠস্বর?

চিত্রগুপ্ত : বারো নম্বরের প্রভু...

ব্রহ্মা : যাবে নাকি, অ্যাঁ? টুক করে ঢুকে পড়তে পারো! পুট করে নাতবউকে তুলে নিয়ে সুট করে বেরিয়ে এলে।

চিত্রগুপ্ত : মুট করে ঘাড়টা মুটকে দেবে প্রভু...

ব্রহ্মা : ভয় পাচ্ছ কেন, অ্যাঁ! আমি তো পেছনেই থাকছিলাম।...যাকগে, তোলো দেখি...উঁচু করে তুলে ধরো...

(চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার পায়ের দিকের কাপড় খানিকটা উঁচু করে তুলতেই -)

কাপড় না, আমাকে! ওঃ! এত উতলা হবার কী আছে! মানুষ না, মানুষ না...তোরা যদি মানুষ হবি, বুড়োবয়সে আমার এই হ্যাপা! নাও তোলো...

(চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে পাঁজাকোলা করে উঁচুতে তুলে ধরে।)

ব্রহ্মা : (নরকের উদ্দেশে) হে নরকবাসী ভূত ও পিশাচগণ...পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত অভদ্র পাপীগণ - এটা মস্তানির জায়গা না! (চিত্রগুপ্তকে) পেটে চাপ দিয়ো না। (নরকের প্রতি) অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ তোমরা! যমপুরীর নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে রমণীদের ধরে ধরে টানছ। এটা কি ওয়েস্ট বেঙ্গল পেয়েছ? (হাসতে হাসতে চিত্রগুপ্তকে) এই কাতুকুতু লাগছে, ধ্যাৎ - (নরককে) ভেবেছটা কী, আমি মরে গেছি? হ্যাঁ, নীচের মাড়ির গোটা পাঁচেক দাঁত নড়ে নড়ে পড়ে গেছে...ঘাড়ের তিনটে মাথাও নড়ে নড়ে পড়ে গেছে আমার! ছিলাম চতুর্মুখ - এখন একটা আছে। তবু সবার ওপরে আছি। (চিত্রগুপ্তকে) নাড়াচ্ছ কেন?...সারেন্ডার করো! তিন মিনিট সময় দিলাম! কথা না শুনলে...(স্বগত) ঘোড়ার ডিম কী যে করব! (প্রকাশ্যে) বুঝতে পারছ কী করতে পারি...আমি কী করতে পারি!

(নরক থেকে স্যাঁৎ করে চক্রাবক্রা জামাপরা মস্তান নেংটি বেরিয়ে আসে।)

নেংটি : কে বে! বাতেলা ঝাড়ছে কে!

(চিত্রগুপ্তের জিব বেরিয়ে ব্রহ্মার ঘাড়ে ঠেকেছে।)

ব্রহ্মা : চেঁচো না! চেঁচো না...

নেংটি : খচো...আবে খচো দেখে যা...সে স্বগ্গো থেকে লাগরদোলা লেবেছে বে!

(চিত্রগুপ্ত থরথর করে কাঁপে।)

ব্রহ্মা : পড়ে যাব...অ্যাই অ্যাই ধরো...

(ব্রহ্মাকে নিয়ে চিত্রগুপ্ত বসে পড়ে। নেংটি হাসে।)

কস্তম্?

নেংটি : আবে হিব্রু ঝাড়ে বে...কস্তং?

ব্রহ্মা : হিব্রু না, দেবভাষা! কা তব কান্তা, কস্তে বাপ জ্যাঠা! তুই কে?

নেংটি : চিনতে পারছ না গুরু! তুমিই গুরু তো আমাদের নরকে ফিট করেছ!

ব্রহ্মা : দিনের মধ্যে হাজারটা ফিট করছি...অত খেয়াল থাকে না। চিত্রগুপ্ত...

চিত্রগুপ্ত : মস্তান! ওয়াগন ব্রেকার! মাত্তর বাইশ বছর বয়সে তিন হাজার চোদ্দোখানা মালবোঝাই ওয়াগন ভেঙেছে প্রভু...

ব্রহ্মা : খুবই কর্মময় জীবন!

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে যেমন আপনি সবার ওপরে...ওয়েস্ট বেঙ্গলে তেমনই মস্তান! চোখের নিমেষে লাশ নামায়। নরকভোগ ত্রিশ হাজার বছর!

নেংটি : খোমাখানা দেখি! নেংটি - গ্রেট নেংটি মস্তান। শালা কারোর রোয়াবি সহ্য করে না।

চিত্রগুপ্ত : যমরাজের ছোটোরানি কোথায়? বার করে দে!

নেংটি : চোপ শালা, কেরানির ডিম!

চিত্রগুপ্ত : মারবি?

নেংটি : থোবনা ছিঁড়ে নোব! শালা তিরিশ হাজার মারাচ্ছ! তিরিশ হাজার বছর নরকে বসে থাকব, ওদিকে দমদম দিয়ে ঝমঝম ওয়াগনগুলো গড়িয়ে যাবে! এক-একখানা কামরা ঝাঁপব, বিশ হাত কালীর খরচা উঠে আসবে তা জানো?

(নেংটি তেড়ে যায়। চিত্রগুপ্ত সভয়ে ব্রহ্মার গায়ে সেঁটে যায়।)

চিত্রগুপ্ত : (সভয়ে) প্রভু...

ব্রহ্মা : না না, আমার সামনে গায়ে হাত দেবে না।

নেংটি : (ব্রহ্মাকে) ফোট শালা!

ব্রহ্মা : বাড়ি চলো...

চিত্রগুপ্ত : রানিমা!

ব্রহ্মা : নারদ তো আসছেই - সেই ছাড়াবে।

(চিত্রগুপ্ত ও ব্রহ্মা প্রস্থানোদ্যত।)

নেংটি : বসো বসো, কোনো শালাকে ফুটতে দেব না!...পুনর্জন্ম ছাড়ো, কাটো! বসো...(হঠাৎ ছুরি বার করে চিত্রগুপ্তকে) আবে বোস শিগগির!

ব্রহ্মা : বাবা নেংটু...

নেংটি : ওসব নেংটু মেংটু ছাড়ো গুরু। তিন মিনিট সময়। কথা না শুনেছ কি ডিনামাইট ফাটিয়ে দেব তোমাদের সুন্দরীকে ফুটিয়ে।

ব্রহ্মা : ডিনামাইট! মাইট ইজ রাইট! বাবা নেংটু, এসো, আমার পাশটিতে বসো বাবা মস্তান! চিত্রগুপ্ত, অর্ডারবুক দাও। পুনর্জন্ম, এ আর বেশি কথা কী -

চিত্রগুপ্ত : কী করছেন প্রভু!

নেংটি : দে, চোতা দে, দে চোতা - গুরুকে পেনসিল দে -

(চিত্রগুপ্ত খাতাখানা বুকে জড়িয়ে সরে যায়। নেংটি তাকে তাড়া করে মাথার ওপর ছোরা তোলে। পাখার মতো বাতাস করে। চিত্রগুপ্ত উদ্যত ছোরার নীচে ঠকঠক করে কাঁপে।)

চিত্রগুপ্ত : প্রভু!

ব্রহ্মা : যা বলছে শোন! ওরে মস্তানের ওপর কারো হাত নেই! আমার তো নেই-ই।

(ঘোড়ুই ঢোকে।)

ঘোড়ুই : কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! আপনারা এসে গেছেন? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার!

ব্রহ্মা : না, না, অসুবিধে হবে কেন? কেমন বাতাস করছে!

(নেংটির ছুরি নাচানো দেখায়।)

ঘোড়ুই : হেঁ হেঁ, না না, মারবে না স্যার! খ্যাঁচাকল ভয় দেখাচ্ছে। আসুন আলোচনায় বসি। আলোচনার মাধ্যমে যদি কোনো সিদ্ধান্তে না আসা যায় তখনই লাশ নামাবার প্রশ্ন। ততক্ষণ তাক করে থাক নেংটি।

নেংটি : ঠিক আছে, তুমি কথা বলো ঘোড়ুইদা। (চিত্রগুপ্তকে) আবে এই! নড়িস না।

ঘোড়ুই : আজ কী বার বলুন তো স্যার?

ব্রহ্মা : অ্যাঁ?

ঘোড়ুই : কী বার...কী মাস....খ্যাঁচাকল কোনো খবরই তো পাই না। এটা কী কাল যাচ্ছে?

ব্রহ্মা : আমি তো একটা কালই জানি বাবা ঘোড়ুই - চিরবসন্ত!

ঘোড়ুই : সে তো আপনি যেখানে থাকেন সেই স্বর্গে। আমাদের ওধারে, হাতিবাঁধা বিষ্টুপুরে এখন কী মাস যাচ্ছে?

ব্রহ্মা : কার্তিক কিংবা চৈত্র।

ঘোড়ুই : দুটোই ফসল তোলার মরশুম। ফলন কীরকম এবার?

ব্রহ্মা : খবর রাখি না।

ঘোড়ুই : মানে তেমন হয়নি! খ্যাঁচাকল দুর্ভিক্ষ আসবে, অ্যাঁ? খালি গোছা গোছা কাটো, গোলায় পোরো। আমার খামারগুলো আছে তো?

ব্রহ্মা : আর আমার আমার করছ কেন বাবা ঘোড়ুই? মরে ছেড়ে চলে এসেছ...তুমিই বা কার, কারই বা খামার -

(চিত্রগুপ্তের গলায় আওয়াজ পেয়ে চমকে ঘুরে -)

চিতু, নড়ো না। তোমার মাথায় হাতপাখা ঘুরছে!

ঘোড়ুই : আচ্ছা, হাতিবাঁধার চাষাদের খবর কী? চাষাগুলো আছে, না পালিয়েছে?

ব্রহ্মা : য পলায়তি স জীবতি! কিন্তু কোথায় পালাবে?

ঘোড়ুই : কেন, শওরে! হারামজাদারা তো একটা জায়গাই চেনে। বেগতিক বুঝলেই বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে নিয়ে টেরেনে চেপে সোজা গিয়ে নামে শ্যালদায়! আর এই হয়েছে খ্যাঁচাকল এক শওর! হারামজাদাগুলো চুরিবাটপাড়ি করে, ফুটপাত নোংরা করে! মার লাথি...লাথি মেরে ব্যাটাদের গাঁয়ে ফেরত পাঠা, আমার হাতে ফেরত পাঠা -

(চিত্রগুপ্ত অসহিষ্ণু হয়ে কিছু বলতে যায়।)

নেংটি : (চিত্রগুপ্তকে) আবে অ্যাই, গরম লাগছে? লে হাওয়া খা।

ঘোড়ুই : ব্যাটা মানকে! ব্যাটা মানকে পালিয়েছে ওই শওরে। শালার-ব্যাটা-শালা ওকে ধরতে গিয়ে মরলাম। গলায় ফাঁসি দিয়ে তোর দলিল আদায় করব! চোদ্দোশো টাকা পাই -

ব্রহ্মা : চোদ্দোশো!

ঘোড়ুই : এই যে লেখা রয়েছে - হাঁস, বাঁশ, মাছ, তেঁতুল...মরার সময় ছিল নশো চোদ্দো টাকা ছ-পয়সা। অ্যাদ্দিনে সেটা চোদ্দোশো হবে না, অ্যাঁ?

ব্রহ্মা : সে কী বাবা, তুমি কি মরার পরেও সুদ কাউন্ট করে যাচ্ছ -

ঘোড়ুই : তবে? দেহ রেখেছি, তাবলে খ্যাঁচাকল হিসেব তো ছাড়িনি। কোথায় পালাবি মানকে...আমিও যাচ্ছি...ঠিক ধরে ফেলব!

চিত্রগুপ্ত : পাষণ্ড! জন্ম নিয়ে ফের মানুষের রক্ত খাবে!

নেংটি : না, নদের নিমাই সেজে ঘুরবে। ফতুয়াটা কোত্থেকে জুটিয়েছ গুরু? দেব শালাকে হ্যাঙারে টাঙিয়ে -

ব্রহ্মা : কেন কথা বলছ চিতু? ভীতু লোকের অত ঠোঁটকাটা হতে নেই।

(ঘোড়ুই একগোছা নোট বার করে এগিয়ে দেয়।)

- কী বাবা ঘোড়ুই?

ঘোড়ুই : আপাতত দেড় হাজার রাখুন। রিবার্থের অর্ডার বেরুলে...দেব, পুষিয়ে দেব...

নেংটি : লাও গুরু! কিছু না খিঁচে তো ছাড়বে না। নিয়ে চোতাখানায় একখানা সই মারো। গুরু, পয়লা ওয়াগনে তোমার নামে পাঁচ মাথায় এস্ট্যাচু গেঁথে দেব...দাড়িখানায় মাইরি ফ্লাইওভার নাচিয়ে দেব।

ব্রহ্মা : চিতু, ওয়েস্ট বেঙ্গল কি একখানা মৌচাক?

চিত্রগুপ্ত : আর এগুলো মাছি। এতই যদি মধু সেখানে, সাধ করে মরতে গেলে কেন সব?

নেংটি : সাধ করে মরেছি বে! পোভাতি সংঘ এপাশ দিয়ে ওয়াগনে চাপল...ওপাশে লবারুণ। খবর ছিল না ওস্তাদ! টপাটপ ছোটোখোকা টপকা - টপকি চলছে। একখানা এসে ধাঁই করে পড়ল পোভাতি সংঘের বুকে! চেন ধরে ঝুলছি...কে যেন পা ধরে হড়াস করে টেনে নামাল মাইরি!...হুস হুস...(বুক দেখিয়ে) আপগাড়ি ছুটে গেল হুস হুস হুস...

ব্রহ্মা : ইস ইস ইস...এই কাঁচা বয়সে...ইস ইস ইস...

(ব্রহ্মা ঘোড়ুইয়ের হাত থেকে টাকা নিতে যায়।)

চিত্রগুপ্ত : উৎকোচ।

(ব্রহ্মা চমকে হাত সরায়।)

নেংটি : হুস হুস! (ছুরিখানা চিত্রগুপ্তর দিকে বাড়িয়ে দেয়।)

ঘোড়ুই : বঞ্চিত করব না...তোমাকেও বঞ্চিত করব না। স্যারকে দিলে চাপরাশিকেও ছোঁয়াতে হয়। এসো ভাই, কী আছে, সেখানে গিয়ে সুদে-আসলে তুলে নেব।

চিত্রগুপ্ত : ছিঃ! জঘন্য মহাজনের টাকা! ছিঃ! মানুষের বুকে পা দিয়ে টাকা এনেছে!

ঘোড়ুই : (রেগে) হ্যাঁ এনেছি! পা চাপায়ে রক্ত তুলে এনেছি। বলুন তো স্যার...সে কার ইচ্ছেয়?

ব্রহ্মা : আমার?

ঘোড়ুই : (কেঁদে) আলবাত! এই কপালে কে লিখে দিয়েছিল - যা ঘোড়ুই...দু - হাতে ওদের গলা টিপে বার করে নে, টাকা বার করে নে। 'না' করতে পারেন?

ব্রহ্মা : পাগল! তাই করা যায়?

নেংটি : যখন করে - কম্মে খেয়েছি তখন মাইরি ছেড়ে দিয়েছ...আজ মরার পরে তেড়ে ধরেছ! তুমি মাইরি দেয়ালা জানো গুরু।

ব্রহ্মা : একটু - আধটু শাস্তি না দিলে যে ধম্ম থাকে না খোকা!

ঘোড়ুই : এই হাত...এই হাত রক্তমাখা! এ কার হাত! কার?

ব্রহ্মা : আমার?

ঘোড়ুই : ভগবানের হাত...সব ভগবানের হাত!

ব্রহ্মা : তবে? ভগবানের হাত ভগবানকে দিচ্ছে। একে ঘুষ বলে না।

(ব্রহ্মা টাকা নেয়।)

চিত্রগুপ্ত : ছিঃ!

ব্রহ্মা : (ট্যাঁকে টাকা গুঁজতে গুঁজতে) মেলা ফাজলামি কোরো না। উৎকোচ ছাড়া আমাদের ইনকামটা কী, অ্যাঁ? আমরা কি খাটি, না এগ্রিকালচার করি, না মেশিন বানাই? অতবড়ো স্বর্গপুরীর এস্ট্যাব্লিশমেন্ট কস্ট আসবে কোত্থেকে, অ্যাঁ? বাবুরা সব ভালো ভালো খাবে...ভালো ভালো ঝরনায় গা ধোবে...ভালো ভালো মৃদঙ্গ চাঁটাবে...ভালো ভালো ইয়েদের নিয়ে ইয়ে করবে! বরুণবাবুর তো এমনি গরমের ধাত...এয়ারকন্ডিশন একটু বিগড়োলে...'ঠাকুরদা গেলুম ঠাকুরদা গেলুম!' (ঘোড়ুইকে) যা দিলে হিসেবে রেখো - ওপারে গিয়ে তুলে নিয়ো।

চিত্রগুপ্ত : পৃথিবীটা ছিবড়ে হয়ে যাবে প্রভু!

ব্রহ্মা : (চিত্রগুপ্তকে চড় মেরে) পৃথিবী আমার চোখের বাইরে শালা! সেখানে যা হোক আমার দেখার দরকার নেই। মোটকথা আমার গায়ে ছ্যাঁকাটি না পড়লেই হল। (অর্ডারবুকে সই করে) এই নাও, ব্ল্যাংক পেপারে সই বসিয়ে দিলুম, যে যে যাবে - নাম বসিয়ে নিয়ো -

ঘোড়ুই ও নেংটি : হুররে! হুররে! পেয়ে গেছি!

চিত্রগুপ্ত : কী করলেন প্রভু, কাদের হাতে ব্ল্যাংক পেপার তুলে দিলেন। মর্ত্যের মানুষ আমাদের গালাগালি দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দেবে -

নেংটি : দ্যাখো মাইরি ঘোড়ুইদা, ফুসফুস করে সুড্ডার কানে চুকলি কাটছে!

চিত্রগুপ্ত : বেশ করছি!

নেংটি : লে কর।

(চিত্রগুপ্তকে তাড়া করে। চিত্রগুপ্ত আচমকা ঘোড়ুইয়ের হাত থেকে অর্ডারবুক কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।)

ঘোড়ুই : নিয়ে গেল! নিয়ে গেল!

নেংটি : ধর শালাকে...ধর...

(নেংটি বেরিয়ে যায়।)

ব্রহ্মা : চিত্রগুপ্ত...চিতু...ওরে চিতু, অর্ডারবুক দিয়ে যা! ব্ল্যাংক পেপার সই করা! কী থেকে কী হয়ে যাবে...নিজের হাতে অর্ডার লিখেছি...

(ব্রহ্মা বাইরের দিকে গিয়ে সহসা ঘোড়ুইয়ের দিকে ঘুরে -)

দেব না।

ঘোড়ুই : অ্যাঁ!

ব্রহ্মা : ছাড়ব না...ছাড়ব না...ছাড়ব না! ব্যাটা আমার হাতে করে খেলি, এখন আমার হাতে একটু -আধটু মার খেতে এত আপত্তি। আমার সম্মানের জন্যেও ক - দিন নরকে থাকতে পারিস না! তিরিশ হাজার না - তোদের প্রত্যেকটার জন্যে ষাট হাজার বছর..

(ব্রহ্মা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। ঘোড়ুই ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে।)

ঘোড়ুই : টাকা! শালা টাকা মেরে চলে গেল! ওই শালা পালাচ্ছে রে...খচো...খচো...

(বাঁশি বাজাতে বাজাতে খগেন চক্কোত্তি ওরফে খচো ঢোকে। পরনে বোতাম ছেঁড়া খাকিপ্যান্ট। মাথায় পুলিশের টুপি, এক পায়ে

মোজা, বগলে রুল। খগেন অনর্গল বাঁশি বাজিয়ে চলেছে।)

ঘোড়ুই : সব হয়ে গেল, বাঁশি খিঁচছে! যা...অ্যারেস্টো কর।

খগেন : কেসটা কী?

ঘোড়ুই : টাকা...টাকা...ভক্কি দিয়ে ফক্কি করে নিয়ে গেল!...সব শালা আমায় পেছন দেখিয়ে পালায় রে! যা ধর...ওই পালাচ্ছে বোম্মার বাচ্চা!

খগেন : পাঁচটা টাকা লাগবে।

ঘোড়ুই : দূর শালা! আরেস্টো করা তোর ডিউটি...তাই কর। যা না বাবা খচো!

খগেন : যাব না! খচো বল্লেন কেন? আমার একটা নাম নেই! খগেন চকোত্তি।

ঘোড়ুই : অ্যাঁ! খগেন চকোত্তি? অতবড়ো নাম মুখে ধরে? সংক্ষেপে খচো। যা দৌড়ো...

খগেন : আট আনা দিন অন্তত।

ঘোড়ুই : খ্যাঁচাকল টাকা ছাড়া নড়বে না রে!

খগেন : কেসের পেছনে যে খরচ করতে পারে না, তার কেস আমি নিই না! ফোট শালা!

(খগেন ঘোড়ুইয়ের হিসাবের খাতাপত্তর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। ঘোড়ুই সেদিকে ছুটে যায়। খগেন বগলের রুলটা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির মতো বাগিয়ে ধরে গান গায়।)

খগেন : আমি হলাম ঘুষের রাজা...ঘুষ ছাড়া ভাই নড়ি না...

কড়ি যদি নাই পড়ে...চোরকে আমি ধরি না।

লেকটাউনে বাড়ি ছিল...বারাসাতে বাগানবাড়ি।

আমার প্রিয়ার কণ্ঠে ছিল...চন্দ্রমুখী সপ্তনরী।

(কেঁদে) আবার কবে জন্ম নেব...ঘুষের মুখ দেখতে পাব -

প্রিয়ার চোখের জলটুকু...বাঁ-হাত দিয়ে মুছিয়ে দেব -

(খগেন গাইতে গাইতে নরকে ঢুকে যায়। আবার সেই বিভীষিকাময় আলোছায়া ও তীব্র বাজনায় নরক উদ্দাম হয়। মাঝে মাঝে ভৌতিক হাসি শোনা যায়। ছদ্মবেশ পরা নারদের হাত ধরে চিত্রগুপ্ত ঢোকে। চুস্ত পায়জামা, লংকোট ও কাবলি জুতো পরেছে নারদ। মাথায় চুড়ো বাঁধা চুলটা আধখোলা।)

চিত্রগুপ্ত : নিন, এই হল আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল সেল। পাশেই বিহার, গুজরাট, মুম্বাই...পশ্চিম তল্লাটে আমেরিকা। সব কটা ভূত, বুঝতেই পারছেন ত্যাঁদড়ের বাদশা।...এধারে আসুন তো, শেষবারের মতো ছদ্মবেশটা মিলিয়ে নিই।...বেশ হয়েছে কিন্তু মুনিবর, খুব মানিয়েছে।

নারদ : এবার তাহলে...

চিত্রগুপ্ত : হ্যাঁ, এবার এটিকে পরিত্যাগ করুন। (ঝুঁটিবাঁধা চুলটা খুলে নেয়) মনে আছে তো আপনি কে?

নারদ : কে! আমি কে?

চিত্রগুপ্ত : ভুলে গেলেন? আপনি হলেন বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস!

নারদ : কে! বাঁটুল বিশ্বাস কে?

চিত্রগুপ্ত : আপনি, আপনি। দশখানা বাড়ি, আর দশখানা বড়ো বড়ো কারখানার মালিক...বিখ্যাত ধনী, প্রখ্যাত দেশনেতা বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস...

নারদ : নেতা...আমি নেতা! আমি দেশনেতা!

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে হ্যাঁ। যাকে আনতে প্রভু যমরাজ মর্ত্যে গেলেন। প্রভু যমরাজ ফেরার আগেই আপনাকে সাজিয়ে দিলাম। তার তো মরার কথাই, কাজেই এরা বিশ্বাস করবে।...ও কী অমন ছটফট করছেন কেন?

নারদ : গরম! গরম!

চিত্রগুপ্ত : তা তো হবেই। দেশনেতার ড্রেস তো গরম হবেই। হাঁটুন...হেঁটে হেঁটে বেশ সহজ হয়ে নিন। আসুন...

(নারদ ও চিত্রগুপ্ত হাত ধরাধরি করে নাচের ভঙ্গিতে লাফায়।)

নারদ : (চমকে চমকে) কে! কে!

চিত্রগুপ্ত : কই কে?

নারদ : আমার কাঁধে...আমার ঘাড়ে! কে! কে! কোটের মধ্যে ঢুকছে...চুস্তের মধ্যে ঢুকছে!

চিত্রগুপ্ত : (সোল্লাসে) দেশনেতা ঢুকছে, দেশনেতা ঢুকছে! জাগো...জাগো নেতা...জাগো দেশনেতা।

নারদ : (অদ্ভুত কর্কশ গলায়) কে? কে?

চিত্রগুপ্ত : এই বেশের প্রকৃত মালিক দেশনেতা আপনার দেহে ভর করেছে মুনিবর!

নারদ : (সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তিত্বে) মুনিবর! কে মুনিবর! বলো বাঁটুল বিশ্বাস!

চিত্রগুপ্ত : বাঃ! এবারে সহজ হয়েছেন। গলার স্বরটিও হুবহু! আসল বাঁটুল এখনও জানে না, পরলোকে অবিকল একটা ছায়া-বাঁটুল তৈরি হয়ে গেছে।

নারদ : কে ছায়া! আমি কারো ছায়া নই। সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমার ছায়া। আমি কারো ডুপ্লিকেট না, আমি খাস বাঁটুল!

চিত্রগুপ্ত : বেশ, বেশ, আপনিই ওরিজিনাল! এখন যান, ঢুকে পড়ুন! কী করতে এসেছেন, ভুলে যাবেন না -

নারদ : মুভমেন্ট করব! সংগ্রাম করব! ওয়েস্ট বেঙ্গলের নব্বুই লক্ষ পিশাচকে সংগঠিত করে আন্দোলন করব...বাপ-বাপ বলে তোরা সবাইকে ছেড়ে দিবি...ছেড়ে দিতে বাধ্য হবি!

চিত্রগুপ্ত : দূর! আপনি না খালি ইয়ার্কি করেন!

নারদ : শাট আপ! ইয়ার্কি! আমি বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস - দ্য গ্রেট মাস-লিডার! মস্তান, পুলিশ, জোতদার, ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার আমার ডান হাত বাঁ-হাত...ওদের আটকে ইয়ার্কি করছ তোমরা! ওদেরই কাঁধে ভর দিয়ে আমি এতদূর উঠেছি।...কেন ওদের আটকে রাখা হয়েছে...হোয়াই...হোয়াই...

(দ্রুত ব্রহ্মা ঢোকে।)

ব্রহ্মা : ওরে খুলে নে, শিগগির ওর প্যান্টুলুন খুলে নে!

চিত্রগুপ্ত : প্রভু!

ব্রহ্মা : ওর মধ্যে ও নেই! ওর মধ্যে যার থাকার কথা সে-ই! এত জিনিস থাকতে ওকে দেশনেতার জামা-প্যান্টুলুন পরালে কেন?

চিত্রগুপ্ত : কী করে বুঝব? মাত্র জামাকাপড়েই...

ব্রহ্মা : ওই জামাকাপড়েই হয় গো...জামাকাপড়েই হয়। দেশনেতা...সে একটা খোলতাই ড্রেস ছাড়া আর কী! নেংটি ইঁদুরকে পরিয়ে দাও - বাঘের মতো হালুম করবে! টাকা মেরে মেরে টিকটিকিগুলো দু-দিনেই হয় টাকার কুমির।

নারদ : হ্যাঁ, টাকা...টাকা! পাবলিককে লাইসেন্সের টোপ দিয়ে টাকা...বেকারকে চাকরির টোপ দিয়ে টাকা...খরা বন্যায় রিলিফের টাকা! যে বছর খরা না হয়েছে, খরা সৃষ্টি করে রিলিফ বসিয়েছি! আমি বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস - জনগণের পকেট কেটে ফেঁপে উঠেছি! কে আমায় বাঁটুল সাজিয়েছে...ওই ভগবান!

ব্রহ্মা : অ্যাই নারদ!

নারদ : (দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে) দেবতাদের কালো হাত - ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!

(শূন্যে মুষ্টি ছুঁড়ে নারদ দেশনেতার কার্টুনের মতো ফ্রিজ হয়ে যায়।)

ব্রহ্মা : হয়ে গেছে...যা আশঙ্কা করছি, তাই হয়েছে। এখন বাড়ি চলো...

(ব্রহ্মা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে যায়।)

চিত্রগুপ্ত : (দুঃখে কাঁদো - কাঁদো) ছিঃ ছিঃ! বিশ্বাসঘাতক! ছিঃ! আসল বাঁটুল আসছে! আপনার দফারফা সে-ই করবে! মুনিবর, আপনি চিরদিনই একটা মহা খচ্চর।

(চিত্রগুপ্ত বেরিয়ে যায়। নারদ তেমনি শূন্যে মুষ্টি ছুঁড়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উন্মত্ত নেংটি টলতে টলতে ঢোকে।)

নেংটি : খচো...আবে খচো...সে মালের বোতলটা কোথায় ঝাঁপলি বে? (নারদকে খচো ভেবে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে চমকে) কে বে? বাঁটুলদা?

নারদ : কেমন আছিস!

নেংটি : দাদা! দাদা তুমি! তুমি এসে গেছ!

নারদ : তোদের ছেড়ে আমি কি থাকতে পারি?

নেংটি : ঘোড়ুইদা! আবে দেখে যাও মাইরি কে এসেছে! আবে ডাক্তারবাবু, হাকিমবাবু...

(ঘোড়ুই ও খগেন ঢোকে।)

ঘোড়ুই ও খগেন : (বাঁটুলবেশী নারদকে দেখেই) বাবা!

নেংটি : (আবেগ) বাবা রে বাবা! তোর বাবা, আমার বাবা, লাখোর লাখোর বাবা রে!

(ঘোড়ুই নেংটি খগেন যুক্তকরে বাঁটুলবেশী নারদের পায়ের সামনে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভজনা শুরু করে।)

ঘোড়ুই : বাবা, বাবাগো বাঁচাও!

নেংটি ও খগেন : বাবা, বাবাগো বাঁচাও...

ঘোড়ুই : কতবার বাঁচিয়েছ, শেষবারের মতো বাঁচাও...

নেংটি ও খগেন : কতবার বাঁচিয়েছ, শেষবারের মতো বাঁচাও...

ঘোড়ুই : মর্ত্যে বাঁচিয়েছ, নরকেও বাঁচাও...

নেংটি ও খগেন : মর্ত্যে বাঁচিয়েছ, নরকেও বাঁচাও...

ঘোড়ুই : তুমি থাকতে আমাদের এ দুর্গতি!

নেংটি ও খগেন : তুমি থাকে আমাদের এ দুর্গতি!

ঘোড়ুই : বাবাগো বাঁচাও...

সকলে : বাবা বাঁটুল বিশ্বাসের চরণে সেবা লাগে - বাবাগো!

(সকলে নারদের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(মর্ত্য। শহরে পথের ধারে জলের পাইপের গা ঘেঁষে পাতানো ঝুপড়ির ভেতর গরিবের ঘরসংসার। রাত্রি। ঝুপড়ির ভেতর থেকে ফুল্লরা বেরিয়ে আসে। আঁটোসাঁটো লকলকে বেতের মতো বেদেনি মেয়ে ফুল্লরা। এদিক-ওদিক তাকায়। বাইরে দূরের দিকে চেয়ে হাঁক পাড়ে।)

ফুল্লরা : (হাঁকে) ও-ও-ওই! ও-ও-ওই! ফিরলি গো!...মরেছে! মরেছে!...ফেরবে তো আমারে জ্বালাবে কেডা! কত রাত হয়ে গেল!...মাল খায়। লিচ্চয় লিচ্চয়! মাল টেনে পড়ে থাকে কোন চুলোয়! নইলে মাঝরাতে তুই ঠেলা চালাস! আমারে বোঝাবি! রাত ন-টার পর ঠেলা চলে পথে!

(পাইপের মধ্যে একটা বাচ্চার কান্না। ফুল্লরা ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে থামায়।)

আ-আ-আ-আ...চুপো! চুপো শগুনের বাচ্চা! দিবারাত্তির জ্বালায়ে মারলে গো! ওবেলা দুধ এনে দিলাম...এবেলা খিচুড়ির ঝোল! প্যাটে যেন তিন ভুবনের আগ জ্বলছে গো! মরণ নেই রে!...এই হারামি - হারামি মানকেটা আমার কী উব্গারটাই না করলে! কী ফন্দি এঁটে দেলে বাচ্চাডারে প্যাটে! নইলে আমার ভাবনা! বেদের মেয়ে বেদেনি, তার কীসের চিন্তে!... বালুর চরে ছুটে বেড়াতাম...পাগলা গাঙে ডুব মারতাম ভুসভুস...সড়কি চালায়ে চিতের মাথা ফাটাতাম...সটাং সটাং তির বেঁধতাম পাখির বুকে। এ বনে সে বনে কত বনে ঘুরতাম গো! এমনি রেতের বেলায় দল বেন্ধে ঢোলে ঘা লাগাতাম...'হাপুরে হাপুরে আজ হাপুর বিয়া রে' -

(ফুল্লরার অগোচরে ক্লান্ত দুঃস্থ মানিকচাঁদ ঢোকে।)

কুথায় ছিল এই কালাসাপ - কালা মানকে...দু - কানে বিষমন্তর ঢাললে - চল চল ফুল্লরা...চল কেনে ঘর বাঁধি! এমন করে কেনে যৌবন কাটাবি ও তুই যাযাবরী বেদেনি...চল মোর সাথে এক ঠাঁই থিতু হয়ে বসি! আমি খাটব - খুটব...তুই রাঁধবি - বাড়বি! কত্তো সোহাগ!

মানিক : ভক্কি! ভক্কি! তা এটুস ওরকম ভক্কিফক্কি সোহাগ না দেখালি তুই কি আমার সাথে আসতিস রে ঘর বাঁধতি?

ফুল্লরা : ঘর! এই মোর ঘর হয়েছে? একখানা লোহার খাঁচা।

মানিক : হ্যাঁ লোহার! লখিন্দরের লোহার বাসর - তুই আমার বেউলো!

ফুল্লরা : বেন্দে ফেলেছে, লোহার বেড়ি দে বেন্দে ফেলেছে গো!

মানিক : তা ফেলেছি, একদম বেন্দে।

(ফুল্লরার গলা জড়াতে যায়।)

ফুল্লরা : (মানিকের হাত সরিয়ে) ঘর ঠিক করেছিস?

মানিক : ঘর! কুথায় ঘর?

ফুল্লরা : বল্লি যে কোন ম্যাথরের ধাওড়ায় - ট্যাংরায় না কমনে...

মানিক : ত্রিশ টাকা ভাড়া চায়, তিনশো টাকা আগাম। তিনশোটা পয়সা নেই...

ফুল্লরা : কেনে, যায় কুথায়? দিনভোর ঠেলা টানিস, মজুরি পাস না? বেগার খাটিস?

মানিক : বেগার!

ফুল্লরা : বাঁটুলবাবু তোরে মুজুরি দেয় না?

মানিক : বাঁটুলবাবুর মেনেজার...হ্যাঁ দেয়...

ফুল্লরা : তবে?

মানিক : যা দেয়, তার ডবল কেটেও লেয়। তোরে কই ফুল্লরা, গেল মাসে আমি এট্টা অ্যাকসিডেন করেছিলাম। তাতে করে ঠেলার চাকার জুহুরিখানা ভেঙে যায়। সারা মাস ধরে বাঁটুল বিশ্বাসের মেনেজার দাম কেটে লিচ্ছে। শালা হররোজের মুজুরি কেটে কেটে দশখানা ঠেলার দাম তুলে নেলে! আর ক-খানা নেবে...ক-মাস ক-বচ্ছর বেগার চলবে...

ফুল্লরা : কর, আর এট্টু অ্যাকসিডেন কর! শালা অ্যাকসিডেন করে ঠেলা ভাঙবি...তারা মুজুরি কাটবে না?

মানিক : কেনে কাটবে? ও ঠেলা কার ঠেলা!

ফুল্লরা : কার ঠেলা?

মানিক : ও ঠেলা আমার ঠেলা!

ফুল্লরা : তোর ঠেলা?

মানিক : হ্যাঁ, আমার ঠেলা! প্রথমে আমার মুজুরি কেটে আমার নামে ঠেলা কিনে দিলে। শালা আমার ঠেলা আমি ভাঙলাম...ও শালারা আমারই মুজুরি কাটবে?

ফুল্লরা : ঠেলাখানা তোর! কোনোদিন বলিসনি তো?

মানিক : বলে কী করব? কারে বলব? নইলে ঘোড়ুই আমার জমি ভোগ করে, আর আমারে বলে চোর! তার জাল কেটে বেরিয়ে আসি তো আরেকখানা জাল! শালা বাঁটুল! আমার ঠেলার দাম তোলে আমারই মুজুরি কেটে! ওদিকে গাঁয়ের ঠ্যালা...ইদিকে শওরের ঠ্যালা।

ফুল্লরা : কাঁদ! বসে বসে কাঁদ। তোর জিনিস লুটে খায়...

মানিক : খায়! আমার জিনিস ওদের মুখে যায়। কখন যে চলে যায় বুঝতে পারিনে। বুদ্ধি নাই বুদ্ধি নাই...

ফুল্লরা : নাই - কিছুই নাই তোর। বুদ্ধি নাই, তাগদ নাই, শালা বেতো ঘোড়া!

মানিক : আর খোঁচাস নে। দে, বেতো ঘোড়াডারে চাড্ডি দানাপানি দে। (থালা পেতে খেতে বসে)

ফুল্লরা : ওরে ওঃ! ভিখ মেঙে আমি ওরে খাওয়াব! হারামি শালা। হাত-পা ভেঙে পড়েছে মোর ঘাড়ে। যা যা -

মানিক : কুথায় যাব?

ফুল্লরা : (মানিকের সামনে থেকে থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) এই শালা চাষা! বাপ বলত, ভেড়ার জাত! না পারে সড়কি ধরতে! মড়ার জাত! জনম ভোর বাঁধবে বলে ওডারে ডেকে এনেছে। ওডারে রাখবি কুথায়?

মানিক : রাস্তায় জম্মেছে, রাস্তায় থাকবে।

ফুল্লরা : হ্যাঁ, থাকবে, খুব থাকবে! আর এট্টুস বাদে ঝোপড়াটা ভেঙে দিয়ে যাবে!

মানিক : (চমকে) অ্যাঁ!

ফুল্লরা : ওই দ্যাখ, পথে কাজ চলছে। লুটিশ দিয়ে গেছে...আজকেই ভেঙে দিয়ে যাবে! পাইপটা গর্তে ঢুকবে! গোড় খেতে খেতে তোর ছেলেও গোরে যাবে...

(নেপথ্যে রাস্তা তৈরির শব্দ)

মানিক : আঁইরে ভগবান! নে ফুলি! শিগগির নে...ওরে বার করে নে...চল এট্টা ছাউনির খোঁজ দেখি...

ফুল্লরা : ছাউনি তোর জন্যে বসে রয়েছে! সব ভাঙা চুরমার! দু-একখানা যাও আছে, ভর্তি! ঢুকতে যাবি তো লাথি খাবি!

মানিক : হেঁইরে! ছেলেডারে নিয়ে...হ্যাঁরে ফুলি, এট্টা কী করন যায়?

ফুল্লরা : তোর ভাবনা তুই ভাব...আমি চল্লাম...

মানিক : কুথায়?

ফুল্লরা : গড়ের মাঠে...

মানিক : অ্যাঁ?

ফুল্লরা : ঢোল বাজাব...গান শোনাব...বাবুরা পয়সা দেবে...আমারে মাথায় করে রাখবে!

মানিক : ছেলেডার কী হবে?

ফুল্লরা : তুই সামলা!

মানিক : তোরে ছাড়া ও যে বাঁচবে না ফুলি!

ফুল্লরা : এমনিতেও বাঁচবে না...

মানিক : তবু যে কটা দিন বেঁচে আছে, তুই থাক! মরে গেলে চলে যাস...তোর যেখানে খুশি...

ফুল্লরা : হ্যাঁ কবে মরবে, সেই আশায় জেবন বেরথা করি!

মানিক : ফুলি! তুই চলে গেলে কী করব? ওরে কোলে নিয়ে ঠেলা টানব কী করে? কার কাছে থুয়ে যাব?

ফুল্লরা : কেনে, কুকুর নাই...দ্যাশে শ্যাল নাই!

মানিক : ফুলি! তুই মা হয়ে...

ফুল্লরা : মা! থুঃ! চলে যাব গঙ্গার পাড়ে! বাবুরা গান শোনবে, নাচ দেখবে, পান খাওয়াবে...তোর ঘরে তোর সোম্‌সারে থুঃ থুঃ - (ফুল্লরা বেরিয়ে যায়।)

মানিক : ফুলি...ফুল্লরা...চলে যাবে! - বাসাটা ভেঙে যাবে! ওরে নিয়ে আমি কী করব...আমি একা! শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। শেকল...বাচ্চাডা এক শেকল

(মানিক পাগলের মতো বেরিয়ে যায়। শূন্য মঞ্চে যম ঢোকে। যম বিমর্ষ, ক্লান্ত। পেছনে যমদূত।)

যম : (কোমর ধরে) উহুহু...

যমদূত : প্রভু...প্রভু...

যম : উহুহু...

যমদূত : প্রভু!

যম : উহুহু...

যমদূত : (জোরে) প্রভু-উ-উ...

যম : (পাইপের ওপর চড়ে বসে) তুই কি যাবি, না পদাঘাত খাবি?

যমদূত : এখানে বসলেন? এটা রাস্তার পাইপ!

যম : আমার খুশি বসব। যা তো। উহু -

যমদূত : আজ্ঞে বাঁটুল বিশ্বাসকে মারার কী হবে?

যম : কিছু হবে না, যা ভাগ।...প্রিয়ে, প্রিয়তমে, তুমি কি ছাড়া পেলে প্রিয়তমে...

যমদূত : আজ্ঞে মারবেন না?

যম : সে বিঁটলে যদি না মরে আমি কী করবে রে? একেই আমার যা হচ্ছে! নারদটা ওদিকে প্রিয়েকে নিয়ে কী ছিনিমিনি খেলছে...বাঁটুলেরও এদিকে পটল তোলার নাম নেই...

যমদূত : আর একবার চেষ্টা করে দেখুন না প্রভু...

যম : আর কত চেষ্টা করব রে? সারাটা দিন এক বাঁটুল ধরতেই প্রাণ গেল। ব্যাটার যে দশখানা মোটরগাড়ি, আগে খেয়াল করলে কোন শালা আসত! এই শুনলাম বাঁটুল ওখানে...ওখানে গিয়ে শুনি সেখানে! সেখানে গিয়ে দেখি ওই বাঁটুলের গাড়ি হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে! অত যার মোটরগাড়ি, তাকে ধরাও যায় না, মারাও যায় না! যা ভাগ!

যমদূত : আজ্ঞে মোটরগাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মারুন না!

যম : ঘোড়ার ঘেঁচু! মাঝে পড়ে ড্রাইভারটি মারা যাবে। দেখা যাবে বাঁটুল এ গাড়িতে ছিল না - সে গাড়িতে আছে। দুর্ঘটনায় ব্যাটা গাড়ির ইন্সিয়োরেন্সের টাকা পাবে! অত যার লাখ লাখ টাকার ইন্সিয়োরেন্স - তাকে মারা আমার কম্মো নয়।

যমদূত : তাহলে কী নিয়ে স্বর্গে ফিরবেন প্রভু?

যম : কেন, দুটি রুটি নিয়ে...

যমদূত : আজ্ঞে?

যম : (ঝোপড়া দেখিয়ে) দেখে মনে হচ্ছে মানুষের বাসা। হুঁ, খুটখাট শব্দ হচ্ছে! দ্যাখ তো এক-আধখানা বাসি রুটি - ফুটি পাস কিনা।

যমদূত : গরিব মানুষের রুটি গ্যাঁড়াব ধর্মরাজ?

যম : তবে কি বড়োলোকের গ্যাঁড়াবে? বাঁটুল বিশ্বাসের! অত সস্তা না। সব কিছু লকারে! গ্যাঁড়াতে যাবি, নেপালি ভোজালি গেঁড়িয়ে দেবে!

যমদূত : করোনারি থ্রম্বোসিস!

যম : অ্যাঁ?

যমদূত : করোনারি থ্রম্বোসিস! প্রভু! হার্টের রোগেই মারুন না।

যম : এটা বাঁটুলের মৃত্যু নিয়ে এত ভাবছে কেন...

যমদূত : আজ্ঞে আপনার ঠাকুরদা আপনাকে বকাবকি করবেন...

যম : ঠাকুরদাকে বলো, শ্রীযুক্ত বাঁটুল বিশ্বাস ভিয়েনা গিয়ে বুকে পেসমেকার বসিয়ে এসেছে। যার হার্টই নেই, তার হার্টের রোগটা হবে কোথায় শুনি? উহুহু...

(যম কোমরের যন্ত্রণায় দুলে ওঠে।)

যমদূত : তবে আর কীভাবে মারা যায়!

যম : জানিনে যা! ব্যাটা বিঁটলে আমার সর্ব প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে। আমাকে রিক্ত, নিঃস্ব, বিরক্ত করে দিয়েছে! তাকে মারবার বিন্দুমাত্র রুচিই নেই! উঃ আগে যদি জানতাম জগতে বড়োলোকের জীবন রক্ষার এমন প্রভূত ব্যবস্থা হয়েছে - তবে কোন শালা...

যমদূত : কোকাকোলা!

যম : অ্যাঁ!

যমদূত : স্টলের ঝাঁপ বন্ধ করছে! এখুনি কোকাকোলা গেঁড়িয়ে আনছি প্রভু! কোকাকোলা! (ছুটে বেরিয়ে যায়)

যম : (জোরে) দুটো আনিস! (আপন মনে) একটা খুনে ঠিক করেছিলাম, বাঁটলাকে মেরে দেবে...আগাম আমার মুক্তোর মালা!...মালা নিয়ে গেল, মাল নিয়ে এল না! খুনেটা মনে হচ্ছে ওরই লোক! খালিহাতে ফিরলে বুড়োভাম খিচখিচ করবে...একটা ছোটোখাটো কচিকাঁচা পেলেও হত...

(যম মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ফুল্লরা ফিরে আসে।)

ফুল্লরা : যাব চলে...কীসের টান আমার! হুঁ! অত পিছুটান দেখলে চলে না -

(হঠাৎ ফুল্লরা যমকে দেখে। দেখে মূর্তিমান যমরাজ বিশাল ছায়া ফেলে অভিশাপের মতো তাদের ঘরের ওপরে বসে আছে। যম চমকে ঘোরে, ফুল্লরার সাথে চোখাচোখি হয়। ফুল্লরা ভয়ংকর আর্তনাদ করে ওঠে। যম টুপ করে আড়ালে লুকোয়।)

ও মাগো...ও মা...কেডা আছ...আমার ছেলেডারে বাঁচাও...ও মা আমার ছেলেরে বাঁচাও...

(মানিক একটা মাটির পাত্রে তরল পদার্থ নিয়ে ঢোকে। মানিককে দেখে হাউমাউ করে ওঠে ফুল্লরা।)

খোকা আমার বাঁচবে না রে! ওরে আমি কী দ্যাখলাম...

মানিক : কী দেখলি?

ফুল্লরা : য-ম!

মানিক : য-ম!

ফুল্লরা : ওই ওই ঠাঁয় বসে!

মানিক : (অদ্ভুত হেসে) এসে গেছেন তবে!

ফুল্লরা : আসে রে যম আসে! মরণের আগে তারে দেখা যায়। যেবারে আমার বাপ বনবাবুর গুলি খেয়ে মরল...সেবারে আমার মা স্বচক্ষি দেখেছিল...দেখেছিল শালগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে এমন কালো মেঘের মতো এক ছায়া। খোকারে...

(ঝোপড়ার দিকে ছোটে।)

মানিক : কী করে বুঝলি যমরাজ তোর ছেলেরে নিতে এল!

ফুল্লরা : ও যে আমার ছেলে! মার মন ঠিক ধরে ফেলেছে!

মানিক : মা! তুই মা! (হেসে) তুই মা!

ফুল্লরা : মা! মা!...ও সোনা তোমারে ফেলে কুথায় যাচ্ছিলাম! ও সোনা আমি চলে গেলে তোমার গায়ে আঁচলটা টেনে দিত কেডা!

(ফুল্লরা ঝোপড়ার ভেতর থেকে কাপড়ে জড়ানো বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে আসে।)

মানিক : যম দেখলি ফুল্লরা, না তোর পরানের ভয়ডারে দেখলি? তবে যা দেখলি সত্য দেখলি! (পাত্রটা এগিয়ে) নে, তোর ছেলেরে খাওয়া...

ফুল্লরা : দে...দে...বাছা আমার...(পাত্রটার দিকে হাত বাড়ায়)

মানিক : দে দে - ঠোঁট দু-খান শুকায়ে চিমসে...ফাঁক করে অমেত্য ঢেলে দে মা...অমেত্য ঢেলে দে...

ফুল্লরা : (চমকে) বিষ নয় তো!

মানিক : কেনে, ও তো পথের কাঁটা। তোর কাঁটা, আমার কাঁটা। আয় সরায়ে দিই...

ফুল্লরা : ওরে না, ওরে না, মারিস নে...

মানিক : (ফুল্লরার হাত ধরে) কেনে, আয় দু - ফোঁটা ঢেলে দিই। তুই চলে যাবি গাঙের ধারে...ঢোল বাজাবি, নাচবি...বাবুরা পান দেবে, খাবি। আর আমি নিশ্চিন্তে বাঁটুলবাবুর বেগার খাটব...জনমভর খাটব...

ফুল্লরা : শয়তান!

মানিক : কেনে, কেনে, শয়তান কেনে?...ও শালা তো পথে পড়ে আজও মরবে কালও মরবে! ফুলিরে, ওরে জনম দিয়ে শয়তানি করেছি...মেরে ফেলে তার চেয়ে বড়ো হারামি আর কী করতেছি রে!

(ফুল্লরার বুকে কাপড়ে জড়ানো শিশু। মানিক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।)

দে...ছেড়ে দে ফুলি! নিকেশ করে দিই! দে ছেড়ে!

ফুল্লরা : (বুকের মধ্যে ছেলেটাকে চেপে) সারা জেবন নষ্ট করে আজ বড়ো মরদ হলি, না! থুঃ থুঃ!

(ফুল্লরা তার ছেলেকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।)

মানিক : এ শালা জেবন...বেতো ঘোড়ার জেবন...মড়া জাতের জেবন...বেগার খাটার জেবন...রাখব না, এর চিহ্ন রাখব না...

(বলতে বলতে মানিক বিষের পাত্রে চুমুক দেয়। টলতে টলতে ফুল্লরার পথের দিকে গিয়ে বলে -)

ফুলি, ও ফুলি যাসনে!...যা যা...বাঁচা...বাঁচ...তুই বাঁচ, তোর ছেলেরে বাঁচা। কুথায় তোর যম, কুথায় বসেছে? হেই রে যমরাজ, ফুলি বাঁচবে - তাঁর ছেলে বাঁচবে। হেই রে যমরাজ, তুমি আমারে ন্যাও। শালা ঘোড়ুইয়ের জাল কেটে বাঁটুলের জালে পড়লাম...এবারে বাঁটুলের জাল কেটে তোমার জালে ধরা দিলাম! আর কেউ আমারে ধরতে পারবে না গো...

(মানিক দু-হাত আকাশে তুলে ছিটকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কোকাকোলার বোতল নিয়ে যমদূত ঢোকে।)

যমদূত : নিন ধরুন!...ধরবেন তো!

(শায়িত মানিককে দেখে যম ভেবে কেঁদে ওঠে।)

প্রভু...

(একটু পরেই বুঝতে পারে যমরাজ নয়। মহানন্দে জোরে ডাকে।)

প্রভু! একটা পাওয়া গেছে!

(যমরাজ আসে।)

এই তো!

যম : (মানিককে দেখে) আঃ এই তো!

(সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে 'এই তো! এই তো' ধ্বনি ওঠে। চারধার দিয়ে বোরখা পরা পিশাচেরা ঢোকে। মানিকের দেহ ঘিরে ভূতেরা নাচতে নাচতে গান গায়।)

পিশাচদের গান :
এই তো এই তো -
পেয়ে গেছি - পেয়ে গেছি - পেয়ে গেছি -
বাঁটুলের বদলে মানিক পেলাম...
ধনীর বদলে গরিব পেলাম...
পিছু পিছু ছোটাছুটি নেই...
এদের বাঁচার ব্যবস্থা নেই...

না চাইতে পাওয়া যায়...
পথেঘাটে মিলে যায়...
গরিব মরে কত সহজে...

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্বর্গ। ব্রহ্মা খালি গায়ে গরদের ধুতিখানা কোমরে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে বড়ো একটি থালায় জলখাবার খাচ্ছে। প্রচুর রসগোল্লা ও দিস্তে দিস্তে লুচি।)

ব্রহ্মা : (খেতে খেতে) মালপো দিল না? এরা করে কী! (জোরে) ওগো আজ মালপো করা হয়নি? ও পাচিকে! নাঃ, লুচিগুলো আর খানিকটা ফুলবে তো...অন্তত ইঞ্চিটাক! একটু আলুভাজি না...কিছু না...(রসগোল্লায় কামড় বসিয়ে) খালি রসগোল্লা ভালো লাগে কচু! (নেপথ্যে তাকিয়ে) এই যে ইন্দ্র এদিকেই আসছে! আরে কী ব্যাপার হে ইন্দ্র...মালপোয়াটাই তোমরা বন্দ করে দিলে...(জোরে) ইন্দ্র! ইন্দ্র! কী হল, চৌকাঠ পর্যন্ত এসে পাঁই করে ঘুরে গেল...! (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) এই যে মহেশ্বর, এসো এসো...আচ্ছা ইন্দ্রটা অমন অসভ্যের মতো পেন্নাম না করে কোথায় ছুটল বলো তো উর্ধ্বশ্বাসে...(জোরে) মহেশ্বর...মহেশ্বর...মহেশ...পড়ে যাবি, আস্তে যা!...সবাই পড়িমরি ছুটছে কেন? কী ব্যাপার? আরে এই যে বরুণ...(জোরে) বরুণ...বরুণ...

(চিত্রগুপ্ত ঢোকে।)

কী হয়েছে গো চিতু, দরজা থেকে সব অমন পালাচ্ছে কেন, আমায় অসম্মান করে!

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে না, অসম্মান না, ফুড পয়জনিং!

ব্রহ্মা : কিম্, কিম্!

চিত্রগুপ্ত : পঞ্চাশ-ষাটটা করে মালপো খেয়েছেন প্রভুরা...বিষাক্ত মালপো! থাকতে পারছে না! পেট চেপে যে যেদিকে পারছেন...বিশ্রীভাবে ছ্যাড়াভ্যাড়া করে...ছি ছি ছি -

ব্রহ্মা : (খেতে খেতে) সে কী! স্বর্গের খাদ্যে বিষক্রিয়া! আমরা তো চিরকাল ঘিটা দুধটা খাচ্ছি টাটকা...

চিত্রগুপ্ত : ছিঃ! সবাই মুক্তকচ্ছ! ছি ছি...

ব্রহ্মা : তুমি তো আচ্ছা টেঁটিয়া হে, আমার নাতিদের এই অবস্থা, এক নাগাড়ে ছি ছি করছ!

চিত্রগুপ্ত : ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভাবা যায়? সামান্য ভূতপিশাচ এমনি করে প্রভুদের কাছা আলগা করে দেবে!

ব্রহ্মা : আরে রসো রসো। ভূতপিশাচ মানে...সে গুয়োরব্যাটারা এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে?

চিত্রগুপ্ত : নরকের ভূতেরা কাল মধ্যরাত্রে স্বর্গে ঢুকে পড়ে ভাণ্ডারের যাবতীয় খাদ্যে - চাল ডাল আটা ময়দা চিনি মিষ্টান্ন...সব কিছুতে তীব্র বিষ মিশিয়ে - (ব্রহ্মা রসগোল্লা খাচ্ছে) ছিঃ!

ব্রহ্মা : চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত : ছি ছি, আর খাবেন না। সর্বনাশ হবে! ফেলে দিন...

ব্রহ্মা : (গালের রসগোল্লা ফেলে) এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ, কী হচ্ছে সব...

চিত্রগুপ্ত : হবেই তো!

ব্রহ্মা : হবেই তো?

চিত্রগুপ্ত : হবেই তো! মর্ত্যে ওদের কাজই ছিল ভেজাল দিয়ে মানুষ মারা। বাধা দেননি, আশকারা দিয়েছেন! আর আজ -

ব্রহ্মা : আজ বংশটি বিপরীতগামী। নির্বংশ করব। ওফ কী বাঁশই গড়েছিলুম সব! কী করব, এদের আমি কোথায় রাখব? দেব রিবার্থ?

চিত্রগুপ্ত : ছিঃ!

ব্রহ্মা : তা রাখবটা কোথায়? এখানে রাখা যাবে না, সেখানেও ঠেলা যাবে না...এদের জন্যে আর একটা উপগ্রহ ছাড়ব? স্বর্গে ঢুকল কী করে অ্যাঁ, কে ঢোকালে?

চিত্রগুপ্ত : বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস...

ব্রহ্মা : নচ্ছার নারদ!

চিত্রগুপ্ত : বিষম কান্ড শুরু করেছেন! ওঁরই নেতৃত্বে নরক আজ মারমুখী, উত্তাল! দলবদ্ধ পিশাচেরা নরকরক্ষীদের পেটাচ্ছে, ফুটন্ত তেলের কড়াইতে চুবোচ্ছে! নরক গুলজার! গুলজার করে দিল এক বাঁটুল বিশ্বাস...

ব্রহ্মা : প্যান্টুলুনটা ছাড়িয়ে নিতে পারলে না কোনোমতে?

চিত্রগুপ্ত : বলছেন প্যান্টুলুন ছাড়ালেই ঠান্ডা হবে?

ব্রহ্মা : হবে, হবে! বেড়ালের গায়ে ডোরা কেটে আমি বাঘ বানিয়েছি...কেঁচোর মাথায় মণি বসিয়ে সাপ! ওই এক বেশেই যত হেরফের! প্যান্টুলুন খসিয়ে হতচ্ছাড়াটাকে বের করে আনো, ঠেঙিয়ে আমি ওর...(ব্রহ্মা রসগোল্লা খেতে যায়।)

চিত্রগুপ্ত : প্রভু...প্রভু...

ব্রহ্মা : ছেড়ে দাও! এত রসগোল্লা ফেলতে পারব না চিতু!

চিত্রগুপ্ত : মারা পড়বেন যে!

ব্রহ্মা : কী করব চিতু, কী করব! আমিই ওকে জামাজুতো পরিয়ে বাঁটুল সাজালাম - এখন আমার বাঁট আমাকে ইট মারছে, ইট মেরে আমার ফুলকো নুচি চুপসে দিচ্ছে! কে বুঝবে, আমার দুঃখু কে বুঝবে? (একটা রসগোল্লা খেয়ে) নিজের ঢোঁক আমি নিজে গিলতে পারছি না গো...নিজে গিলতে পারছি না...

চিত্রগুপ্ত : ছিঃ! কাঁদবেন না! প্রভু যমরাজ আসল বাঁটুলকে এনে ফেললেই নকলের দাপাদাপি ঘুচে যাবে। আমার ধারণা দুটো বাঁটুল মুখোমুখি হলে দুই শয়তানে লড়ালড়ি হবে! দুটোরই পতন হবে!

ব্রহ্মা : আর হয়েছে! কার ওপর ভরসা করব? যমটা গেছে আজ তিনদিন। গেছে তো গেছেই...তিনদিনের মধ্যে না যম, না বাঁটুল! একটা মানুষ বয়ে আনতে কত সময় লাগে রে? ফিরুক, মাজাভাঙাটাকে যদি এবার না ছাড়াই তো কী বলেছি! ছাড়িয়ে নতুন যম অ্যাপয়েন্ট করব। (হঠাৎ যন্ত্রণায়) আঃ আঃ...

চিত্রগুপ্ত : প্রভু! প্রভু!

ব্রহ্মা : (পেট চেপে) আরম্ভ হয়ে গেছে চিতু! আমারই রসগোল্লা আমারই উদরে হল্লা করছে - উঃ হু হু...

চিত্রগুপ্ত : জল! জল!

(দরজায় পান্নালাল।)

পান্নালাল : রাম রাম...রাম রাম হনুমানজি...

ব্রহ্মা : হনুমান বলল! আমায় বলল!

পান্নালাল : হামি তো আপনাকে হনুমানের স্বরূপেই ধেয়ান করিয়ে আসছি হনুমানজি!

ব্রহ্মা : উদ্ধার করিয়ে আসছ! (রসগোল্লার থালাটা ঠেলে) নাও, এগুলো গেলো!

পান্নালাল : জয় রাম! খাস হনুমানজির মুখের পরসাদ! জয় হনুমানজি!

(পান্নালাল টপাটপ খায়।)

চিত্রগুপ্ত : (পান্নালালকে বাধা দিতে যায়) না -

ব্রহ্মা : (চিত্রগুপ্তকে বাধা দিয়ে) না, খাক। বাধা দিয়ো না। খাও...আমার প্রসাদ পেট ভরে খাও...(চোখ মুছে) ইসকো বোলতা - নেপোয় মারতা রসগোল্লা গো! আঃ আঃ -

(ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে চলে যায়। পান্নালাল খেয়ে চলেছে। কল্পতরু থলি মুখের সামনে খুলে গুঁইবাবা ডাকতে ডাকতে ঢোকে।)

গুঁইবাবা : রম্ভা! রম্ভা!

পান্নালাল : কাঁহাতক রম্ভা রম্ভা করে ডাকছেন বাবা...খালি কেলা উঠে আসছে -

গুঁইবাবা : রম্ভা, প্রিয়ে, নন্দনকাননে তোমায় দেখিনু, মুচকি মুচকি হাসিনু, বিনিময়ে বলে গেলে - গুঁইবাবা, তুমি একটা ধেনু!

পান্নালাল : এহেহে...আপনাকে ধেনু বলিয়ে গেল! জাপটে ধরে থোড়া নয়নমধু খাইয়ে দিতে পারলেন না?

গুঁইবাবা : চেষ্টা তো করিনু - আঝোরে কাঁদিনু - মধু যে আর ঝরছে না পানু!

পান্নালাল : কেয়া? মধু পড়ছে না?

গুঁইবাবা : কী করে পড়বে বলো, চোখের খোলে ক-দিন ভালো করে মধু লাগাতে না পারিনু!

পান্নালাল : আরে না না, লাগালে সে তো আর্টিফিসিয়াল মধু হোবে। আপনার তো ন্যাচারাল হনি!

গুঁইবাবা : দূর শালা! চোখ দিয়ে কারো মধু পড়ে! ও তো ফল্স!

পান্নালাল : ফল্স!

গুঁইবাবা : ফল্স! ফল্স! (পান্নালালের থুঁতনি ধরে) এতকাল পিছু পিছু ঘুরিলি, বুজরুকিটা ধরতে না পারিলি মুনু মুনু মুনু...

পান্নালাল : বুজরুকি!

গুঁইবাবা : (চারদিকে দেখে নিয়ে) তবে শোন ব্যাটা! লোকে যেমন কাজল পরে, দেখেছিস তো, আমিও তেমনি করে মধু পরতাম! এমনি করে! তার ওপর মোম দিয়ে দিয়ে প্লেন নিপিস করে চামড়ার রং ধরাতাম...

(যম বাইরে থেকে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে শুনছে।)

তারপর তোরা যখন ধূপধুনো জ্বালিয়ে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে আরতি করতিস...মোম গলে যেত...হ্যা হ্যা হ্যা...ভস করে মধু বেরিয়ে পড়ত! হ্যা হ্যা হ্যা...

পান্নালাল : আরে শালা! এই কারবার! আমরা শোচতাম কী...

গুঁইবাবা : পুণ্যির জোরে মধু ছড়াইনু। হ্যা হ্যা হ্যা...তোদের কী দোষ, স্বয়ং বেম্মাই ধরতে পারেনি! হ্যা হ্যা হ্যা...(থলিতে মুখ দিয়ে) আয় তো আমার মধু আর মোমবাতি...

(যম পেছনে থেকে গুঁইবাবার কাঁধে হাত দেয়।)

কে রে! ঘাড়ে হাত দিলি কে রে! অসভ্য!

যম : সব শুনলাম!

গুঁইবাবা : (না ঘুরে) কী শুনলি রে!

যম : (গুঁইবাবার পেটে গুঁতো মেরে) জিনিয়াস! ক্ষণজন্মা! মহাপুরুষ! শালা!

গুঁইবাবা : কেন, আমি কী করিনু?

যম : কী করিনু! ব্যাটা তোকে হাতেনাতে ধরিনু!

গুঁইবাবা : আমি তোমার পায়ে পড়িনু...

(গুঁইবাবা যমের পা ধরে।)

যম : ছাড়, পা ছাড়! জোড়া ঘুঘু! ভক্তি দিয়ে স্বর্গে চরছো তোদের আজ যমের বাড়ি পাঠাইনু। চল, নরকে চল...

(ব্রহ্মা ঢোকে।)

ব্রহ্মা : যম! অ্যাই যম!

যম : (সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে) গরম তেলে ঠাসব...হাঃ হাঃ চিনিস আমায়? কাপড়-কাচা পাটাতনে ধোলাই লাগাব...

ব্রহ্মা : ওরে না না...নরকে আর ভিড় বাড়াসনে...এখনও তোর বউ...

যম : (ব্রহ্মাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে) আরে ধুত্তোরি! নিকুচি করেছে বউয়ের। ফালতু একটা বউয়ের জন্যে আমি ধর্মরাজ...(গুঁইবাবাকে) মারব এক লাথি, ছিটকে পড়বি চেরাপুঞ্জি!

গুঁইবাবা : (কাঁপতে কাঁপতে) অপমান! কোটি কোটি বিশ্ববাসী যার পদরজ খামচা দিয়ে খায়! আয় পানু, চল কোথায় নরক, চল ওদের সঙ্গে হাত মেলাই! তোমাদের চোখ দিয়ে যদি কুইনিন মিক্সচার না ফেলিনু...তো গুঁইবাবা ধেনু - সত্যি একটা ধেনু! হাঃ হাঃ হাঃ...

(ইতিমধ্যে বিষাক্ত রসগোল্লা খেয়ে পান্নালালের বমি এসেছে। গুঁইবাবার পিছু কিছু পান্নালাল ওয়াক ওয়াক করতে করতে চলে গেল।)

ব্রহ্মা : কী করলি!

যম : বেশ করেছি, ঠিক করেছি, আবার করব! কীর্তি জানেন ওদের? কীসের ঘোড়ার ডিমের অন্তর্যামী হয়েছেন!

ব্রহ্মা : তুমি আজ জানলে, আমি তোমার বাপের আমল থেকে জানি!

যম : তবে ওদের স্বর্গে পুষছিলেন কেন?

ব্রহ্মা : জনমতের চাপে!

যম : জনমত!

ব্রহ্মা : হ্যাঁ হ্যাঁ জনমত! পৃথিবীর থ্রি-ফোর্থ লোক চায় ওর স্বর্গলাভ হোক! মেজরিটি যা চায় আমি তা করতে বাধ্য...ওর নাকের সিকনি খেতে বাধ্য! (যমের গালে ঠাস ঠাস চড় কষিয়ে) কোনোমতে তাপ্পিতুপ্পি দিয়ে এর ধামার কাঁঠাল ওর ধামায় রেখে চালাচ্ছি! মাথামোটা হামদো গোঁয়ার...মরছি পেটের কামড়ে...বউটা কার গেছে ছাগল...তব না মম...তব না মম...

যম : (সংবিত ফিরে পেয়ে হাউমাউ করে ওঠে) মম! মম!

ব্রহ্মা : তবে! তবে! দুটো জ্যান্ত শয়তান খেপিয়ে দিলি! জানিস ওধারে কী হচ্ছে? তোর রক্ষীদের মেরে পাউডার করছে...(পুনরায় যমকে মারতে মারতে) তোরা কি আমায় হাঁপ ফেলতে দিবিনে দিবিনে দিবিনে?

(চিত্রগুপ্ত ঢুকে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মাকে প্রহার করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে।)

ছাড়ো ছাড়ো, ওকে আমি...ওই ওর জন্যে আমার যত হেনস্থা। ওর বউ খুঁজতে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে! বিষধর ফণী আমার মাথায় ফণা তুলছে! কেন খেপালি?

যম : মারুন...মারুন...এ মাথায় থেকে থেকে কেন যে ধর্মের পোকা নড়ে ওঠে! (নিজের মাথায় ঘুসি মারতে মারতে) কেন? কেন? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

(যম 'যমের হাসি' হাসে।)

ব্রহ্মা : বাঁটুল বিশ্বাস কই?

যম : বাঁটু...হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা : হ্যা হ্যা করে হাসছিস কেন? তাকে যে আনতে গেলি, কই সে?

যম : কই...বাঁটুল কই...হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা : যম!

যম : হাঃ হাঃ হাঃ...গৃধিনীনন্দন!

(যমদূত ঢোকে।)

বাঁটুল বিশ্বাসকে তো আমরা এনেছি?

(যমদূত ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।)



দেখাও...

যমদূত : হাঃ হাঃ হাঃ...(ব্রহ্মার চোখের দিকে চেয়ে যমদূত ছুটে বেরিয়ে যায়।)

ব্রহ্মা : যাক, একটা কাজ অন্তত করেছিস। বাঁটুলকে আমাদের খুব দরকার, কী বলো চিতু! সেই শুধু পারে হতচ্ছাড়া নারদের খেল খতম করতে। আমি তো ভাবছিলাম তুই বুঝি তাকে না নিয়েই ফিরবি!

(যমদূত কোমরে লোহার শেকল বাঁধা অবস্থায় মানিকচাঁদকে নিয়ে ঢোকে।)

ব্রহ্মা : এ কে!

যমদূত : বাঁটুল বিশ্বাস ভগবান!

ব্রহ্মা : কে বাঁটুল বিশ্বাস!

যমদূত : এই তো ভগবান!

ব্রহ্মা : এই তো! আরে কোথাকার এক মরা গরিব...

যমদূত : যদি চান আরেকটা এনে দিচ্ছি! দুটো গরিব জুড়ে একটা বড়োলোক হয় না ভগবান?

ব্রহ্মা : দুটো জুড়ে একটা!

যমদূত : যদি ওজনে কম হয় আরও দশটা-বিশটা গরিব এনে দেব ভগবান! বড়োলোক ধরা গেল না ভগবান!

ব্রহ্মা : চোপ! (যমদূত ছুটে বেরিয়ে যায়) যম!

যম : হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা : (চিত্রগুপ্তকে) কী করব...এদের নিয়ে কী করি বলতে পারো? একে সবকটা পুনর্জন্ম পুনর্জন্ম করে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে...আবার এক ব্যাটাকে বয়ে আনল! এখুনি এ ব্যাটাও কাছা ধরে ঝুলবে! (যমকে) নে ঢোকা নরকে...ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছে তো একটা নরক...পোর, যত খুশি পোর...

যম : বাজে চেঁচাবেন না তো! বিচার না করেই নরকে পুরছেন...ছেলেখেলা হচ্ছে নাকি?

ব্রহ্মা : ঠিক আছে! বিচার করেই পুরব! (মানিকের মুখ দেখিয়ে) মুখে ওসব কী লেগে, অ্যাঁ?

চিত্রগুপ্ত : ফলিডল প্রভু!

ব্রহ্মা : ফলিডল! তার মানে সুইসাইড কেস! স্ট্রেট কেস...স্ট্রেট নরক -

যম : দূর দূর! স্ট্রেট কেস! এ স্বর্গে থাকবে। সুইসাইড করবে না? জানেন খেতে পেত না, গাঁয়ে কলামুলো চুরি করে পেট চালাত...ধরা পড়ার ভয়ে প্রাণ হাতে করে পালাত...

ব্রহ্মা : চোর! তস্কর! অপিচ পলাতক আসামি!

যম : আরে দূর কলা! সে সব কলা ওর নিজের কলা!

ব্রহ্মা : কলা নিজেরই হোক, তোমারই হোক...চুরি ইজ চুরি! দুর্লভ মানবজীবন...

যম : আহাহা, দুর্লভ মানবজীবন! বেগার খাটতে খাটতে মরছিল...বউটা পালাল...রাস্তার পাইপের মধ্যে মানবজীবন দুর্লভ মহাদুর্লভ! ও স্বর্গে থাকবে!

ব্রহ্মা : সেন্টিমেন্টাল বেহালা ছেড়ো না যম! পাইপে মানে নলে বাস করত! অপিচ ইঁদুরছানা! এই নোংরা ঘেয়ো ইঁদুরছানা আমার স্বর্গে থাকবে? ভালো ভালো ঝরনায় গা ধোবে!

যম : ওই ছোট্ট ইঁদুরছানাদের খাবার দিতে পারেন, খাবার?

ব্রহ্মা : হ্যাঁ, আমি আর দিয়েছি! সকাল থেকে আমারই বলে খাওয়া হয়নি!

যম : হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা : হ্যা হ্যা হ্যা...এই দ্যাখো তো, এটা কি আমাদের যম, না নট্ট কোম্পানির যম পালটে এল!

চিত্রগুপ্ত : একে তাহলে কোথায় রাখি?

ব্রহ্মা : যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই পাঠিয়ে দাও! গোলেমালে কাজ নেই বাপু! ব্ল্যাংকপেপারে সই তো করাই আছে, দাও নামটা বসিয়ে দাও! যা করছিল করুকগে! তোলো তো ওর মুখটা...

চিত্রগুপ্ত : (মানিকের মুখটা তুলে) প্রণাম করো মানিকচাঁদ...জগৎপতি শ্রীভগবান তোমার সামনে...

ব্রহ্মা : শৃণু বৎস!

যম : বাংলায় বলুন!

ব্রহ্মা : শুনছিস, তোকে আমি ফেরত পাঠাচ্ছি!

মানিক : অ্যাঁ...কোথায়...কোথায়...

ব্রহ্মা : তোর বাড়ি!

মানিক : (আতঙ্কে) না! না!

ব্রহ্মা : না কেন? আমার এখানে জায়গা হচ্ছে না, তোর তো ভালোই হল ব্যাটা, লোকে সেধে জীবন পায় না...তোর না চাইতে মিলে গেল! (চিত্রগুপ্তকে) দাও পাঠিয়ে দাও...

মানিক : না! না! আর যাব না...আর যাব না...

চিত্রগুপ্ত : পৃথিবীতে কেন যাবে! শেকল ছাড়া তো কিছু ছিল না! লোকটা পালিয়ে এসেছে...আপনার আশ্রয় চায়।

ব্রহ্মা : হুঁ, পাকা চোর...পলাতক আসামি! আশ্রয় দিতে পারি, কিন্তু তোকে একটা কাজ করে দিতে হবে মানিকচাঁদ।

মানিক : বলো কী কাজ, যা বলবে করে দেব...

ব্রহ্মা : কাজটা কঠিন। তবে তুই পারলেও পারতে পারিস! চুরিও জানিস, ধরা পড়ার আগে পালাতেও জানিস। হ্যাঁ, শুধু তুই-ই পারিস!

আমার একটা জিনিস চুরি গেছে, তোকে সেটা উদ্ধার করে আনতে হবে মানিকচাঁদ।

চিত্রগুপ্ত : আপনি আবার ওকে চুরি করতে পাঠাবেন! ছিঃ!

ব্রহ্মা : চোপ! নিজের জন্যে তো ঢের চুরি করেছে, ভগবানের জন্যেও একটা করুক! শোন, নরকে যাবি! সেখানে অনেক খাদ অনেক গুহা...অন্ধকার...তুই একটার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি...শুনতে পাবি একটি রমণীর কান্না...অপহৃত অসহায়া...মানিক বাবা, তাকে যদি চুরি করে টুক করে পালিয়ে আসতে পারিস...তুই আমার শেষ ভরসা বাবা মানিক!

মানিক : তুমি আমারে ঠাঁই দেবা?

ব্রহ্মা : দেব...দেব...তোকে আমি এমন জায়গা দেব...এতটুকু ছোট্ট জায়গা...কেউ তোকে আর ছুঁতে পারবে না...কোনো জন্মে আর তোর হদিশ পাবে না!

(ব্রহ্মা যম চিত্রগুপ্ত মানিককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবাই ব্যাকুল হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।)

মানিক : পারব। হ্যাঁ, পারব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নরক। নেংটি, ঘোড়ুই ও খগেন মহোল্লাসে নাচছে। মদ খেয়ে হল্লা করছে। নবাগত পান্নালালকে ভৌতিক বিভীষিকা দেখাচ্ছে। খগেন পান্নালালের টুপিটা বারবার কাড়ছে। রাগিং করছে।)

ঘোড়ুই : এবার একবার গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হয়, খ্যাঁচাকল চুষে সব ফাঁক করে দেব। আগের জন্মে তবু ভালো মানুষ ছিলাম, রয়ে-বসে খেয়েছি। এবার দেখবি বামনদাস ঘোড়ুই দশপায়ে খাবে, দশহাতে নাচবে...

নেংটি : ফের জন্ম...ফের পোভাতি সংঘ...হুস হুস...নেংটি, গ্রেট নেংটি ফিন্ জিন্দা হো গিয়া! কোন শালা রুখবে...

ঘোড়ুই : (পান্নালালের পেটে খোঁচা দিতে দিতে) যে-রকম হুড়কো দিচ্ছি, এইরকম আর কটা দিতে পারলেই খ্যাঁচাকল কাত্তিক মাসের মধ্যে দুনিয়াটা হাতের মুঠোয় -

নেংটি : (বোতল খুলে পান্নালালের মুখে ধরে) টানো ইয়ার...লাগাও ফুর্তি...পিয়ো শালা, জিন্দেগি ভরকে পিয়ো -

(খগেন পান্নালালের টুপিটা কেড়ে নেয়। সবাই মিলে সেটা নিয়ে লোফালুফি খেলে।)

পান্নালাল : মজা করছেন, মাজাকি! রিবার্থ অত সুবিস্তা না!

নেংটি : সেই থেকে কী বলছে বে!

পান্নালাল : যা বলছি শোনেন! উধারে ভেসেকটমি চালু হয়েছে।

নেংটি : টমটমি!

পান্নালাল : হাঁ হাঁ, টমটমি! এক দো - ব্যস খতম! রাস্তা বন্ধ ভেবে দেখেছেন নব্বুই লাখের রিবার্থ ক্যায়সে হোবে!

নেংটি : সে কী মাইরি, রেড সিগন্যাল!

পান্নালাল : এক দো-এক দো করে কতদিনে পৌঁছুবেন সব? তার চেয়ে বাবা যা বোলেন শোনেন...

নেংটি : কী বলছে বে তোর বাপ...

পান্নালাল : মহাবাবা গুঁইবাবা বলছেন, যাদের দরকার ভেরি আর্জেন্ট, তারা পহলে যাবে।

ঘোড়ুই : তবে আমি। ভেরি ভেরি আর্জেন্টো। তোমরা জানো, সবাই জানো, মানকেটাকে ধরতে হবে, মানিকচাঁদ...

পান্নালাল : আরে রাখেন আপনার মানিকচাঁদ। হামার কেস ভেরি ভেরি ভেরি আর্জেন্ট! লাখ লাখ রুপেয়ার বেবি ফুড হামার গুদামে পচছে! কলকাতায় আভি তেজি মার্কেট! ভুসি মিশায়ে ছাড়তে পরলে...বাবা বলেছেন সবসে আগে হামি যাবে! কাল সবেরসে কারবার স্টার্ট!

ঘোড়ুই : কালই! খ্যাঁচাকল বলে কী! আরে মশাই সেখানে পৌঁছুতেই তো দশমাস দশদিন লেগে যাবে...

পান্নালাল : নেহি জি! ওতনা টাইম ফালতু নষ্ট করব না। তিন মাহিনার মাথায় এমন চাড়া দিব...ব্যস ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া...

ঘোড়ুই : ওরে ব্যাটা, তোর জন্ম দিতে গিয়ে মা-টা যে মারা যাবে!

পান্নালাল : মা যাবে, লেকিন গদ্দি বাঁচবে, কারবার বাঁচবে!

খগেন : ওঁয়া ওঁয়া! ফোট শালা! আমার আগে কেউ যাবে না। মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করলে অ্যারেস্ট করব!

পান্নালাল : রাখেন রাখেন জি! হামাকে অ্যারিস্ট করার আগে নিজের প্যান্টুলুন অ্যারিস্ট করুন (পান্নালাল খগেনের ঢলঢলে প্যান্ট দেখিয়ে প্রস্থানোদ্যত)

নেংটি : (পান্নালালকে আটকে) শালা, কালনেমির লংকাভাগ হচ্ছে! হাইজ্যাক করে আন্দোলনের গোড়া বেঁধেছি আমি! সবার আগে আমি যাব...নেংটি...গ্রেট নেংটি...

ঘোড়ুই : নেংটু!

নেংটি : ফোট শালা...পিরিত মারাতে হবে না। তোমরা শালা সেখানে গিয়ে খাবে আর আমরা দুজনে এখানে বসে বসে ঘণ্টা নাড়ব? চলে আয় খচো -

খগেন : দু-ভাই যাব। নাড়িতে নাড়িতে বেঁধে যাব!

(খগেন লাফিয়ে নেংটির পিঠে উঠে পড়ে।)

খগেন ও নেংটি : টুইন! টুইন!

পান্নালাল : হাঃ হাঃ! মস্তান আর খচো পিঠে পিঠে! (হাততালি) গ্র্যান্ড কম্বাইনেশন...গ্র্যান্ডস্ট!

(গুঁইবাবা ঢোকে)

গুঁইবাবা : আয় তো পানু! (গুঁইবাবা পান্নালালের কাঁধে চড়ে বসল।)

পান্নালাল : মর্ গিয়া মর্ গিয়া...উতারো...

গুঁইবাবা : তোরাও টুইন! আমরাও টুইন!

(দু-জোড়া ভূত আপ্রাণ 'টুইন টুইন' করে চেঁচাচ্ছে। বাঁটুলবেশী নারদ ঢোকে।)

নারদ : বানচাল করছে...ডিভিশন ক্রিয়েট করে মুভমেন্ট খতম করছে! ইডিয়ট! মাথায় এটা নেই, একা কি দোকা গিয়ে আমরা কেউ করে খেতে পারব না! ইউ! ইউ! (পান্নালালের চুলের মুঠি ধরে) কী ভাবছিস! একাই ব্যাবসা করবি! সবটা মধু একাই খাবি! দ্যাট ইজ নট পসিবল! নো নেভার! এ ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার উইদাউট এ খচো ব্যাকিং হিম, ইজ ওনলি এ ফেকলু!

গুঁইবাবা : বুঝিনু বুঝিনু।

নারদ : না, বোঝোনি। লুক হিয়ার, লুক অ্যাট মি, আমি বাঁটুল বিশ্বাস, আই অ্যাম ইওর লিডার...ইচ্ছে করলে তোদের সবকটাকে ফেলে সবার আগে আমি চলে যেতে পারতাম...

নেংটি : পারো, মাইরি, তা তুমি পারো।

নারদ : বাট আই ওন্ট। বিকজ আই নো, এ লিডার উইদাউট মস্তান, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার অ্যান্ড এ গুরু বিহাইন্ড হিম, ইজ নাথিং বাট এ ফেকলু!

গুঁইবাবা : গেলে সবাই যাব বাঁটুল...

নারদ : ইয়েস! নইলে কেউ না! আমাদের একজনের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে আর একজনের প্রতিষ্ঠার ওপর। এ চেন - এ লং চেন - লিডার! জোতদার - মজুতদার - মস্তান - খচো - এ চেন, এ লং চেন! ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ছিস! ...নে, শপথ নে! আয় এগিয়ে যাই। জয় সুনিশ্চিত, বঙ্কাণ, জয় উঁকি দিচ্ছে। আর মাত্র দু-একটা দিন চালাতে পারলে বুড়ো ব্রহ্মার রাজত্ব মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। দে, দে, হাতে হাত দে ভাইসব, হাতে হাত -

(সকলে হাত ধরাধরি করে একটা চেন তৈরি করে দাঁড়ায়।)

বঙ্কাণ, খাদ্যে বিষ মিশিয়ে আমরা দেবতাদের কাছা আলগা করে দিয়েছি! আজ আবার আমরা স্বর্গে হানা দেব...এবার ছিনিয়ে আনব ব্রহ্মার অর্ডারবুক।

সকলে : অর্ডারবুক! অর্ডারবুক!

নেংটি : অর্ডারবুকের সাদা পাতায় বেহ্মার সই মারা আছে, শ্লা একবার ঝাঁপতে পারলে...

নারদ : আমাদের নামগুলো বসিয়ে নিতে যা দেরি। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্ম!

গুঁইবাবা : জানিনু জানিনু বাঁটুল, অর্ডারবুক কোথায় রেখেছে আমি দেখিনু।

নারদ : তবে আজ রাতে গুঁইবাবা তুমি আর আমি...

সকলে : বাঁটুলদাদা যুগ যুগ জিয়ো! বাঁটুলদাদা যুগ যুগ জিয়ো -

(ঘোড়ুই বাদে আর সকলে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।)

ঘোড়ুই : এই! এই না হলে লিডার! জনগণ কতবড়ো নেতাকে হারিয়েছে, অ্যাঁ! এ তো নেতা নয়, এ যে মায়ের কোলের মস্তান, বধূর হাতের শাঁখা...শাঁখা দিয়ো না ভেঙে ...

(নেপথ্যে মানিকচাঁদের গান শোনা যায়। ঘোড়ুই শিহরিত হয়।)

কে! কার গলা!

(ঘোড়ুই ওত পাতে, ঠিক বাঘের লাফ মারার ভঙ্গি। মানিক গাইতে গাইতে এদিকে এল। তার কোমরে শেকল ঝুলছে।)

মানিক :

যাব না...যাব না...যাব না মা...

আর যাব না তোর কোলে...

ডাকব না আর মা মা বলে...

মুখে দিলি আমার নিমপাতা মা...

পরনে ছেঁড়া তেনি...

সারা জীবন বলদ করে টানালি তোর ঘানি।

আর যাব না তোর কোলে,...

ঘোড়ুই : মানকে!

মানিক : আজ্ঞে। (মানিক ঘোড়ুইয়ের দিকে তাকায়। ঘোড়ুইয়ের চোখ জ্বলছে। মানিক খানিকক্ষণ ঘোড়ুইকে যেন চিনতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে) তুমি...তুমি কেডা! (হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কে) ও ভগমান!

(মানিক ছুটে পালাতে চায়। ঘোড়ুই ঝাঁপিয়ে পড়ে মানিকের কোমরের শেকলটা টেনে ধরে।)

ঘোড়ুই : বড্ড ঘোরালি মানকে...বড্ড ঘোরালি...

মানিক : (বলির পাঁঠার মতো সর্ব শক্তি দিয়ে শেকল ছিঁড়ে বেরোতে যায়) ও ভগমান...কুথায় পাঠালে...

ঘোড়ুই : ...ঘরে ঢুকলি দলিল বার করতে...তারপর...তারপর...তুই আমায় মেরেছিস মানকে...তোর শোকে আমি মরেছি!

মানিক : তুমি এখানে আছ জানলে আসতাম না গো...

ঘোড়ুই : তেঁতুল...আমার তেঁতুলের দাম!...হাঁস, বাঁশ, নারকেল...সুদে-আসলে উনিশশো...হাঃ হাঃ...

মানিক : ও বাবা, মরেও ছাড়ান নেই গো...মরেও শেষ হয় না গো!

ঘোড়ুই : (শেকল টানতে টানতে) এবার কোথায় পালাবি মানকে...কোথায় পালাবি? হাঃ হাঃ হাঃ...

তৃতীয় দৃশ্য

(মর্ত্য। গঙ্গার পাড়। রাত্রি। ফুল্লরাকে দেখা গেল গান গাইছে। নাচছে। মনভোলানো সাজসজ্জা তার। সামনে শয়তান গোছের একটা লোক। লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরা। গলায় রুমাল জড়ানো।)

ফুল্লরা : (গান)
বাবু পান খাওয়াবে ও বাবু গাল রাঙাবে
এক পয়সায় পাতা পান দু-পয়সায় চুন
তিন পয়সায় যেমন তেমন চারে ছোটে খুন
আমার পানের এমন গুণ।

(নরকের দিকে মানিকচাঁদের আর্তনাদ: 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' ফুল্লরা আনমনে গান গাইছে।)

ও আমার বন্ধুরে ওই ছিল তোর মনে রে

রাগ দেখায়ে কোথায় গেলি মোরে হেথায় ছেড়ে রে

বন্ধু কোথায় লুকাইলি

(নেপথ্যে থেকে ভেসে আসে মানিকের গান।)

মানিক : যাব না যাব না যাব না মা

আর যাব না তোর কোলে -

ফুল্লরা : (বিষণ্ণ মনে গাইছে)

ভাবের দুঃখ কাটাতে বন্ধু কোথায় পালাইলি

কত সুখ পেলি রে ও আমার বন্ধুরে -

(লোকটা ফুল্লরাকে টাকা দেয়। ফুল্লরা বিষাদ ঝেড়ে ফেলে গায়।)

বাবু পান খাওয়াবে ও বাবু গান রাঙাবে -

(গান শেষ করে।)

বাঁচালে বাবু! কী যে উব্‌গার হল কী বলব! ছেলেডার অসুখ! ওই দ্যাখো গাছতলায় শুয়ে আছে। কী যে হয়েছে! হাত-পাগুলান শুকুয়ে যাচ্ছে! (বাইরে তাকিয়ে) ও সোনা! আর ভয় নাই...সব অসুখ সেরে যাবে...এই দ্যাখো কত্তো টাকা...

(ফুল্লরা বাইরের দিকে এগোয়। লোকটা পথ আটকে ফুল্লরাকে টেনে নিয়ে কানে কানে কী যেন বলে।)

লোকটা : তাহলে যাবি তো?

ফুল্লরা : না, না, আজ না! আজ আমি কিছুতে পারব না। ওরে ডাক্তারের ঠাঁই নে যাব। আজ চলে যাও...

লোকটা : হে হে, গুরুদেব তোকে দেখতে চেয়েছেন!...হ্যাঁ, তোর কথা শুনে অবধি ছটফট করছেন...

ফুল্লরা : কেডা!

লোকটা : মস্ত গুরু! গা দিয়ে ঘি মাখন গড়াচ্ছে... হে হে শুধু একটা রাত!

ফুল্লরা : হবে না। আজ ওরে একা ফেলে যাওয়া যাবে না। যাও, তুমি আর কারোরে নিয়ে যাও...

লোকটা : ময়দান ফাঁকা। যে যার খদ্দের ধরে চলে গেছে। হে হে, এত রাতে আর কাকে পাব...(বাইরে তাকিয়ে) ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

ফুল্লরা : ডেকো না! পারব না!

লোকটা : খুব পারবি! কোঁচড়ে ছেলে নিয়ে ময়দানে নেমেছিস কেন? ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!...ওটাকে ফেলে দিয়ে চল!

ফুল্লরা : কী বল্লে?

লোকটা : ওসব বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কি এ লাইনে থাকা যায়?...ট্যাক্সি!

ফুল্লরা : ঘরে মাগ নেই? একটা রাতের তরেও নিজের বউরে ভাল্লাগে না তুমাদের?

লোকটা : চেঁচাবি না! ওঠ ট্যাক্সিতে! ওঠ শিগ্গির! মাল না নিয়ে গেলে গুরু হার্টফেল করবে! ওঠ! (ফুল্লরাকে ধরে টানে।)

ফুল্লরা : (লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে) মারব সড়কি, দু-খান করে দেব তোর বুক! চিতেবাঘ! তোর মতো অনেক বাঘ মেরেছি! দূর হ!

লোকটা : যাবি না?

ফুল্লরা : মেলা ট্যানাহেঁচড়া করবি তো তোর গুরুদেবের কেলেহাঁড়ি ফাটায়ে ছাড়ব! (বাইরে যেতে যেতে) ওঃ লাইনে নেমেছি বলে, এট্টা দিনও জিরোন দেবে না! (অদৃশ্য ছেলেটার উদ্দেশে) ও সোনা, বলো কী খাবা বলো...

(লোকটা ইতিমধ্যে ধুলো ঝেড়ে উঠেছে এবং পকেট থেকে ছুরি বার করেছে। ফুল্লরা নিষ্ক্রান্ত হবার মুখে...)

লোকটা : হাঁড়ি ফাটাবি, না! নে ফাটা...

(পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। ফুল্লরা আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(নরক। নারদ ওরফে বাঁটুল বিশ্বাস দুই কোমরে হাত দিয়ে মস্ত বড়ো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। তার সামনে মানিকচাঁদ। তার কোমরের শেকল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কনস্টেবল খগেন। পাশে ঘিরে আছে ঘোড়ুই, নেংটি, গুঁইবাবা ও পান্নালাল।)

নারদ : ভয় পাচ্ছিস! কাকে ভয়! আমি বলছি, আমি দেখব। তোরা...তোদের মতো লোকেরা যাতে পেট ভরে খেতে পায়...বউ ছেলে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারে...মানুষের মতো বাঁচতে পারে...(মানিক চুপ। মানিককে বুকে টেনে নিয়ে) ভাই রে, আগের জন্মে যত ব্যথা দিয়েছি ভুলে যা! এবার আমি জীবন লড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব।

খগেন : তবে? আবার কী চাস! তা ছাড়া আমি থাকছি। হ্যাঁ, তোকে, তোর মা-বোনকে কেউ ফাঁকি দিলেই, কেউ চোখ রাঙা করে তাকালেই সোজা অ্যারেস্ট...সোজা লক-আপ। তার জন্যে পাঁচ পয়সাও নেব না ভাই।

ঘোড়ুই : (মানিকের মাথায় হাত বুলিয়ে) মানকে, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়, সব তোকে আমি দিয়ে দেব। ওতো তোরই ভাই। তুই বাড়ি বসে থাকবি আর আমি নিজের হাতে তোর জমিতে লাঙল দেব...

নারদ : বহুতাচ্ছা ঘোড়ুই! কী ভাবছিস মানিক, যাচ্ছিস তো অ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে যাবি তো?

মানিক : (চিৎকার করে) না।

নারদ : আমাদের তোর বিশ্বাস হয় না?

মানিক : না...এক্কেরে না। ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, ফের আমারে চোষবা বলে। তোমাদের প্রত্যেকেরে চিনি।

নারদ : (মানিককে মেরে) ইউ সোয়াইন! সন অফ্ এ বিচ!

খগেন : (লাঠি তুলে) তুই যাবি না তোর বাপ যাবে!

ঘোড়ুই : (মানিককে মেরে) না যাবি তো আমার দু-হাজার টাকা মেটাবে কে? চাষবাস করবে কে? লাঙল ঠেলবে কে? আমরা সেখানে গিয়ে খ্যাঁচাকল ল্যাটামাছ চুষব!

গুঁইবাবা : মর্ত্যে গিয়ে তোকেই যদি না পেনু, কাকে খেল দেখাইনু, কাকে উদ্ধার করিনু?

পান্নালাল : আরে বুদ্ধু, না যাবি তো হামার গুদাম সাফা করবে কে, বাঁটুলদাদার কারখানামে কাম করবে কে, ঝাড়ু লাগাবে কে?

নেংটি : রেললাইনে খোয়া বিছোবে কে বে গাঁইয়া শালা! মারব এক ঝাপ্পড়! (নেংটি মানিককে একটা চড় মারে।)

নারদ : বল...'যাব' বল...

মানিক : না!

খগেন : না যাবি তো আমার পকেট ভরাবে কে?

নারদ : (মানিকের কোমরের শেকল মুচড়ে) জগৎসংসার তোদের ঘাড়ে ভর দিয়ে চলে। না যাবি তো আমরা কার ঘাড়ে পা দিয়ে দাঁড়াব, কার ঘাড়ে?

মানিক : ও যতুই মারো, ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না গো।

নারদ : নেংটি!

নেংটি : দাদা!

নারদ : (চেনটা নেংটির হাতে দিয়ে) একটা গুহার মধ্যে ঢোকা। পালাতে না পারে। সবাই যাবে। সেলের মধ্যে যত গরিব আছে, সবাইকে হাজির কর। ইচ্ অ্যান্ড এভরি ওয়ান। মাস্ট - দে মাস্ট গো! এই দ্যাখ, আমার হাতে অর্ডারবুক! ব্রহ্মার সই করা! সবার নাম ঢোকাব। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোদেরও সবাইকে যেতে হবে মানিকচাঁদ। স্বর্গ মর্ত্য নরক যেখানেই পালাস...ছাড়া পাবি না মানিক, আমাদের হাত থেকে ছাড়া পাবি না...

(রইরই করতে করতে সকলে মিলে মানিকের কোমরের শেকল ধরে টানতে টানতে ভেতরে পা বাড়াল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(স্বর্গ। ব্রহ্মা শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। ব্রহ্মার শিয়রে একটি অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র। অনেকটা টেলিফোনের মতো। যন্ত্রটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।)

ব্রহ্মা : (চমকে) কে! কে! (যন্ত্রটা কানে তুলল) ভো! ভো! কস্তম্‌! চিত্রগুপ্ত? হাঁ বলো, না না ঘুমুব কেন? ঘুম আর রেখেছ তোমরা? খবরের কাগজ দেখছিলুম...হ্যাঁ গো...স্বর্গবার্তা! আচ্ছা এই সাংবাদিকগুলো কী বলো তো? গুচ্ছের আগড়ম-বাগড়ম ছেপে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে! (হঠাৎ চমকে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে) কে! কে!...না, তোমায় না। কাগজপত্র দেব সব বন্দ করে! ভো ভো চিতু, আমার সেই লোকটা কতদূর কী করল...আরে সেই চোরটা!...হ্যাঁ মানিকচাঁদ!...যে কাজে পাঠালাম তার কী করল? দেরি করছে কেন? অ্যাঁ, ধরা পড়ে গেছে? কী বলছ? তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না? নরকের অবস্থা খারাপ? তুলকালাম! পৈশাচিক! (আতঙ্কে চমকে চমকে ওঠে) কে! কে! অ্যাঁ, নরকে ঢোকাই যাচ্ছে না? দেউড়ি ভেঙে ফেলেছে? স্বর্গ আক্রমণ করবে! বাবাগো! না না! আমি বলিনি...ভো ভো...বাবাগোটা আমি বলিনি!...তাহলে স্বর্গ বেদখল হচ্ছেই? ভো ভো!...নারে না, বাবাগোটা আমি বলিনি! বলেছে ইন্দ্র। এই যে আমার ডান পা...পা...পালিয়েছে? ইন্দ্র পালিয়েছে? কখন? দুপুরে? আগেই সংবাদ শুনে কেটে পড়েছে! বরুণও গেছে! স্বর্গ ফাঁকা! বাবাগো! হ্যাঁ, এবার আমি বলেছি বাবাগো! বেশ করেছি। বুড়ো মানুষটাকে একা ফেলে পালাল!...কে? কে?...ভো ভো চিতু, আমার ঘরে বোধ হয় কেউ ঢুকেছে...শিগগির এসে দ্যাখো তো...আমার কীরকম মনে হচ্ছে! ওরা কাল রাতে আমার অর্ডারবুক চুরি করে নিয়ে গেছে! আবার আজ (হঠাৎ চমকে চারদিক চেয়ে) কে! কে!...উঃ কী সব সৃষ্টি করেছিলাম। আমার সৃষ্টি আমার গুষ্টির তুষ্টি করতে করতে ধেয়ে আসছে! মাথা-ফাতা গেল! চিতু! চিতু! অবস্থা হাতের বাইরে...হ্যাঁ, জরুরি অবস্থা! তুমি চলে এসো...

(উদাসীর মতো গান গাইতে গাইতে যম ঢোকে।)

যম : (গান)
যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বলো...
ব্রহ্মা : যম! ও যম! তুমি আছ? শুনেছ আমাকে কুপোকাত করতে সব দল বেঁধেছে! কিছু করতে পারো?

যম : (গান)

যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বলো...

ব্রহ্মা : এই তুই কী রে? তুই কী? আমি যেতে বসেছি আর এ মাকড়া হেঁড়ে গলায় রামকেলি গাইছে!

যম : আমার প্রিয়েকে উদ্ধারের কী ব্যবস্থা নেওয়া হল?

ব্রহ্মা : দূর শালা! আমি মরছি আমার জ্বালায়...বউ-বউ করে হেজিয়ে দিল রে! তোর বউ ছেড়ে আমার ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে গেছে। সামলাতে পারবি?

যম : অনেক সামলেছি। তোমার জন্যে অনেক করেছি...করতে গিয়েই হৃদয়েশ্বরীকে হারিয়েছি! আর তুমি এমনই ক্ষ্যামতাবান, একটা নারীকে উদ্ধার করতে পারো না। যাও, শীঘ্র যাও, এনে দাও...

(সাংঘাতিক পদক্ষেপে ব্রহ্মার দিকে এগোয়।)

ব্রহ্মা : (সভয়ে পিছিয়ে) অ্যাই! অ্যাই!

যম : বিরহ যাতনা সইতে পারছি না! যাও নিয়ে এসো...

ব্রহ্মা : মারবে নাকি!...যম, দেশে দেশে বউ মেলে, ঠাকুরদা মেলে খালি স্বর্গে! তোর কপালে বউ ছিল না, চলে গেছে। কাঁদিস না।

যম : যত পাপ কাজ করিয়ে নিয়ে এখন কপাল! গচ্ছ, ঝটিতি গচ্ছ - গচ্ছতু!

ব্রহ্মা : আমি রেজিগনেশন দিচ্ছি।

যম : কিম্ কিম্!

ব্রহ্মা : আমায় আর কিছু বলিস না...আমি রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাচ্ছি। ধর, (পদত্যাগপত্র দিয়ে) আমার তো গদির মোহ কোনোদিনই নেই।

যম : হাঃ হাঃ হাঃ!

ব্রহ্মা : হাসির কথা কী বল্লুম!

যম : গদির মোহ নেই। বুড়োভাম! গদি-গদি করে তুমি দাড়ি পাকিয়ে ফেল্লে!

ব্রহ্মা : অ, পাকিয়ে ফেল্লুম? এই দ্যাখ, সব কাঁচিয়ে কেমন চলে যাচ্ছি -

(ব্রহ্মা প্রস্থানোদ্যত)

যম : (পথ আগলে) দাঁড়াও!

ব্রহ্মা : পথ ছাড়! আমি তো বলছি, হাঙ্গামা চুকে গেলে আমি আবার আসব।

যম : হাঃ হাঃ! যাবে তো একেবারে যাবে...আর ঢুকতে পারবে না। বিটলে ঘুঘু, একটা মরা আধমরা গরিব লোককে পাঠিয়েছ কাজ হাসিল করতে! জানতে না, ওখানে ঘোড়ুই আছে, বাঁটুল আছে...ওখানে লক্ষ লক্ষ নেকড়ে থাবা পেতে আছে! ওই রোগা লোকটা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে! জেনেশুনে...স্রেফ জেনেশুনে নেকড়ের জঙ্গলে মেষশাবকটাকে পাঠাল! আঃ! লোকটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে!...ওহোহো, কেন এ বুকে মায়া জাগে, বেদনা হয়! কেন! কেন!

ব্রহ্মা : কেন হয় তা আমি কী করে বলব! আমার তো হয় না। যা করেছি নিজেদের জন্যেই করেছি। এতবড়ো এস্ট্যাব্লিশমেন্ট চালাতে গেলে...এত আপোগণ্ড খোদার খাসি পুষতে গেলে...কিছু লোককে গরিব করতেই হয়। যে মহাজন হতে চায় তাকে মহাজন করেছি...যে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার হতে চায় তাকে লাইসেন্স দিয়েছি...যে রক্ত খাবে, তাকে রক্তপায়ী করেছি। আর সৃষ্টির ব্যালান্স রাখতে তাদের খাবার মতো কিছু প্রাণী আমায় সাপ্লাই করতেই হয়েছে।

যম : ওহোহো তোমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কী করেছি এতকাল! ওহোহো রিক্ত নিঃস্ব বিরক্ত লাগছে।

ব্রহ্মা : বুঝি না বাবা, কেন যে তোমার থেকে থেকে এত রিক্ত নিঃস্ব বিরক্ত লাগে, বুঝি না।

যম : বোঝো না, না? (ব্রহ্মার দিকে তেড়ে যায়) বউটা কার গেছে? তব না মম?

ব্রহ্মা : তব! তব! উঃ! বুঝতে পারবি আমি গত হলে! এই বুড়ো ঠাকুরদাটি চলে গেলে সব ধরে ধরে চিতেয় তুলবে! চিতো! চিতো!

(দ্রুত চিত্রগুপ্ত ঢোকে।)

চিত্রগুপ্ত : বলুন...

ব্রহ্মা : চিতো! চিতো!

চিত্রগুপ্ত : বলুন...

ব্রহ্মা : চোপ! চিতে...চিতা...চিতা বহ্নিমান! দাও একটা ফেয়ারওয়েলের মালা দাও...আমি চলে যাচ্ছি।

চিত্রগুপ্ত : সে কী প্রভু?

ব্রহ্মা : জানি, আর কেউ না করুক তুমি আমায় রিকোয়েস্ট করবে। কিন্তু রাখতে পারব না চিতু!

চিত্রগুপ্ত : হতাশ হবেন না প্রভু, সম্ভবত আর কোনো ভয় নেই। সম্ভবত স্বর্গ এ যাত্রা বেঁচে গেল!

ব্রহ্মা : আবার বলো!

চিত্রগুপ্ত : স্বর্গের আর কোনো ভয় নেই প্রভু। নরকের পিশাচেরা এখন আপনার কথা ভাবছেই না, তাদের নজর এখন অন্যত্র!

ব্রহ্মা : কুত্র! কুত্র!

চিত্রগুপ্ত : নরকের বন্দি গরিবের দিকে।

ব্রহ্মা : গুছিয়ে বলো!

চিত্রগুপ্ত : পিশাচেরা এখন গরিব বন্দিদের পিছু নিয়েছে। গরিবরা পুনর্জন্ম চায় না, বাঁটুলরাও শুনবে না! তাদের ধরছে-বাঁধছে...দু-দলে একটা বড়ো রকমের লড়াই হতে চলেছে প্রভু!

ব্রহ্মা : বটে! বটে!

চিত্রগুপ্ত : কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত প্রভু! দু-পক্ষ যতক্ষণ লড়বে আপনি নিশ্চিন্ত। আপনার দিকে তাকাবার ফুরসত পাবে না।

ব্রহ্মা : তবে খানিকটা বসে যাই, অ্যাঁ?

চিত্রগুপ্ত : নির্ভয়ে বসুন। চাই কি, এই ফাঁকে আমরা আমাদের হারানো সম্পত্তিটাও উদ্ধার করে নিতে পারি।

ব্রহ্মা : কই রে, রেজিগনেশন লেটারটা কই!...(পদত্যাগপত্র খুঁজে পেতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে) এ লড়াই থামতে থামতে চলবে না চিতু।

চিত্রগুপ্ত : তবে নিঃস্ব গরিবরা ওই ত্যাঁদোড়দের সঙ্গে কতক্ষণই বা লড়বে প্রভু? অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

ব্রহ্মা : আবার পাঠাব -

চিত্রগুপ্ত : অ্যাঁ!

ব্রহ্মা : আবার শেষ হবে, আবার পাঠাব। এ কন্টিনুয়াস ফ্লো অব দি পুওর পিপ্ল ইনটু দেয়ার মুখগহ্বর! খাবার জুগিয়ে যাও চিতু, খাবার! ওদের গাল কখনও শূন্য রাখবে না। সর্বদা ফিড করে যাবে, চিরকাল! ফলম্ ফলে ফলানি...চিরকালের জন্য অহম্ নির্ভয়ম্ ভবামি। হাঃ হাঃ! যম রে ওঠ, বসে থাকিস না। যা মর্ত্যে চলে যা...আন যত পারিস গরিব মেরে আন...আমি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই...হাঃ হাঃ...উনুনের কাঠ যেন কখনও না ফুরোয় যম...কখনও না ফুরোয়! ওদের মুখে খাবার জোগাতে যেদিন ফেল করব, সেদিন আমার সিংহাসনও ফল করবে!

যম : প্রতিবাদ জানাচ্ছি!

ব্রহ্মা : বউ পাবি যম। তোর কাশ্মীরি ফারের কোট!

যম : প্রতিবাদ জানাচ্ছি,...লিখে নাও, এই প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি! থুঃ থুঃ থুথু ফেলছি! লিখে নাও! লিখে নাও, তথাপি আমি যাচ্ছি...কেননা না গিয়ে আমার উপায় নেই! এই বুড়োভাম যে চাকায় আমায় বেঁধেছে তা থেকে যমেরও নিস্তার নেই। হাঃ হাঃ হাঃ...না - মরা পর্যন্ত যমের রেহাই নেই! হাঃ হাঃ হাঃ! যমের প্রস্থান!

(যম ছুটে বেরিয়ে যায়।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(নরক। অপ্রাকৃত ভয়াবহ আলো-বাজনার মধ্যে ফুল্লরা সম্মোহিতের মতো নরকে প্রবেশ করল।)

ফুল্লরা : সোনা...ও সোনা...কই তুমি! এই দ্যাখো কত টাকা পেয়েছি...চলো আজ তোমারে খাওয়ায়ে আনি।...কই, কই তুই! কুথায় লুকালি বাপ আমার! আয়...কত রাত হল...আয়...কতক্ষণ দেখিনি তোরে! উঁ রাগ হয়েছে!...তা গান না শোনালে, বাবুদের মন না ভরালে আমরা বাঁচব কী করে বাপ?

(নরকের ভয়াবহতা আরও বেড়েছে। ডাকিনীর মূর্তির দিকে নজর পড়তে ফুল্লরার সম্মোহিত ভাবটা কেটে যায়।)

ও কী! (পাগলের মতো) কুথায়! এ কুথায় আমি!

(একটা আলোকবৃত্তে ব্রহ্মার মুখটা দেখা যায়।)

ব্রহ্মা : বুঝতে পারছ না?

ফুল্লরা : এখানে কেন? কুথায় ধরে আনলে গো?

ব্রহ্মা : পাপের শাস্তি!

ফুল্লরা : আমি বেঁচে নেই?

ব্রহ্মা : কারো কারো বুঝতে দেরি হয়।

ফুল্লরা : সোনা...সোনা কুথায়...সোনারে...

(ফুল্লরা ছুটে বেরোতে যায়।)

ব্রহ্মা : কোথায় যাচ্ছ? তাকে এখানে কোথায় পাবে?

ফুল্লরা : এনে দাও...আমার সোনারে এনে দাও!

ব্রহ্মা : সে যে বেঁচে আছে!

ফুল্লরা : মেরে আনো -

ব্রহ্মা : ছেলেকে মারতে বলছ?

ফুল্লরা : হ্যাঁ, মারো...কঠিন ব্যাধিতে মারো...না মরে, ঝড় দাও...মাথায় বাজ ভেঙে ফেলো...না মরে, একপাল শকুন ছেড়ে দাও - বুকে নখ বিঁধে তুলে নিয়ে আসুক...

ব্রহ্মা : ডাকিনী! ডাকিনী!

ফুল্লরা : আমার সোনারে ছেড়ে আমি কী করে থাকব!...মর, ও চাঁদ, তুই মর...

ব্রহ্মা : আমি যতদূর বুঝেছি, ও মরবে না।

ফুল্লরা : এতটুকু ট্যাংটেঙে শরীর, কেনে মরবে না?

ব্রহ্মা : কই মরল? তার বাপ বিষ দিয়ে মারতে গেল...বাপ মরল, সে মরল না!...কঠিন রোগে গাছতলায় পড়ে আছে...সে আছে, তুমি নেই! পথের ধুলো খায়...নর্দমার জল খায়...তবু আমি তাকে কিছুতেই মারতে পারছি না।

ফুল্লরা : কেনে? কেনে?

ব্রহ্মা : কেন, সেকথা আমিও জানি না - (ব্রহ্মা অন্তর্হিত হয়।)

ফুল্লরা : (দু-হাত মেলে বহুদূর গ্রহান্তরে তার ছেলেকে ডাকে) মরবিনে...ও চাঁদ মরবিনে...আমার কোলে আসবিনে...

(নরকের দ্বারপথে গুঁইবাবার হাসি শোনা যায়।)

গুঁইবাবা : (হাসতে হাসতে) কে...কে...কে এলি? আমার রম্ভা...আমার রম্ভা এলি?

ফুল্লরা : বাবাগো!

গুঁইবাবা : আয়, আয় বেটি আয় কাছে আয়। কতদিন পরে তোকে দেখিনু!

ফুল্লরা : বাবা...

গুঁইবাবা : বল বেটি...

ফুল্লরা : সন্ধেরাতে গঙ্গার পাড়ে একটা লোক আমায় টানছিল। বললে তার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবে, সে নাকি ছটফট করছে! সে কি তুমি?

গুঁইবাবা : সেও আমি...এও আমি। সেখানে আমার মায়া-শরীর, এখানে আমার ছায়া-শরীর! সবই 'আমি'র খেলা রে! আয় দুখিনী তাপিনী...চোখ ভিজে কেন, কীসের যাতনা? হ্যাঁরে বেটি, সন্তানের জন্যে কাঁদছিলি?

ফুল্লরা : হ্যাঁ বাবা।

গুঁইবাবা : ছেলেকে দেখবি?

ফুল্লরা : পারো, একবার দেখাতে পারো বাবা!

গুঁইবাবা : কেন পারব না! কত মাকে সন্তান দেখাইনু, কত পত্নীকে পতি দেখাইনু, কত পতিকে বাইজি দেখাইনু!...বোস বোস, ভালো করে বোস...শরীর হালকা কর, জড়তা রাখিসনি। চোখ বন্ধকর...ঘাড়টা নরম কর...আরও...আরও...হ্যাঁ হ্যাঁ...

(গুঁইবাবা ফুল্লরার পেছনে বসে মাথাটা নিজের বুকে টেনে ধরেছে। গুঁইবাবার মুখটা ফুল্লরার মুখের ওপর।)

দেখতে পাচ্ছিস?

ফুল্লরা : কই!

গুঁইবাবা : (আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে) পাবি। (ফুল্লরার গায়ে হাত বোলাচ্ছে।)

ফুল্লরা : (ছটফট করে) কী করো...ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...

গুঁইবাবা : রূপসী, আমি যে উপোসী! কতকাল পরে আজ পেনু!

ফুল্লরা : ছাড়ো ছাড়ো...

গুঁইবাবা : রম্ভা...আমার রম্ভা...

(গুঁইবাবা লালসায় অধীর হয়ে ফুল্লরাকে টেনে ধরে। ফুল্লরা ছটফট করছে। সহসা অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে মানিকচাঁদ ঢোকে।)

মানিক : কে রে! ফুলি নাকি?

ফুল্লরা : মানিক! (ফুল্লরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানিকের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।)

গুঁইবাবা : শুয়োরটা শেকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে! বাঁটুল! বাঁটুল!

(গুঁইবাবা চলে যায়।)

মানিক : তুই এখানে কী করে এলি? ও ফুলি...আমার ফুল্লরা! কদ্দিন দেখিনি...কোনোদিন দ্যাখব ভাবিনি! ও বউ, তোর গলা শুনে...ও কার গলা...ফুলির না? আঁধার গুহায় আছড়ে আছড়ে শেকল ভেঙেছি! বউ! আমার বউ!

ফুল্লরা : (মানিককে দু-হাতে ধরে) মানিক...মানিক...তুই তো!

মানিক : আমি, আমি ফুলি, আমি। কুথায় ছিলি...কেমন ছিলি...আমি যে মনে মনে বলতাম, ফুলি আমারে ছেড়ে গেছে - তার যেন কোনো কষ্ট না হয়!...আমার বনের পাখিটা উড়ে গেছে...সে যেন বাঁচে, ভালোভাবে বাঁচে...

ফুল্লরা : (দু-হাতে মানিককে সরিয়ে) ছুঁসনে...ছুঁসনে...ওরে মা গঙ্গার পাড়ে পাড়ে রাতের পর রাত লুঠতরাজ হয়ে গেছে সব...আমার সব! কেনে নিয়ে এলি বনের বাইরে? কেনে সড়কিখানা ছুঁড়তে ভুলালি...কেনে জানোয়ারের হাতে মরলাম...কেনে? (কেঁদে) পারিনি রে, বাঁচতে পারলাম না...পিঠে ছুরি বিন্ধে মেরে ফেলেছে তোর বনের পাখিরে!

মানিক : ইস্!

ফুল্লরা : সব সহ্য করেও টিঁকতে পারলাম নারে...

মানিক : (পিঠে হাতে বোলাতে বোলাতে) পাখিটারে আমার বিন্ধে ফেলেছে রে, ইস্স্! বাবুরা কত আদর কত সোহাগ করেছে, না ফুলি? ইস্স্।

ফুল্লরা : মানিক...

মানিক : মেলা তো চাইনি ভগমান...তোমার অতবড়ো ভুবনে একখানা ঘর, একমুঠো দানাপানি...তাও দিলে না আমাদের! (থেমে) সে কই ফুলি, সে কই? আনতে পারিসনি তারে?

ফুল্লরা : (ডুকরে ওঠে) ও আমার সোনারে -

মানিক : (কান্না চেপে) মরলে কাঁদে, এট্টা মানুষ মরলে, যারা বেঁচে থাকে তারা কাঁদে! আমরা মরে গিয়ে...যে বেঁচে আছে তার জন্যে কাঁদি কেনে? আয়, আয় ফুলি, দ্যাখ... ওই মেঘের ওপারে চাঁদের ওপারে...আমাদের পিিথবী। কালা কুচ্ছিৎ...শুকনো মরা খাদ-খোন্দলে ভরা, ভাঙাচোরা...থরে থরে কালা বাস...তার ভেতর জেগে রয়েছে তোর-আমার ছেলে। চারদিকে শ্যাল - শগুন - জন্তুজানোয়ার...কেউ তারে মারতে পারছে না! এখনও সে বেঁচে! আয় ফুলি, আমরা তার শুত্তুর মা-বাপ...আয় আমরা হাসি, আমরা হাসি...

(হাসতে হাসতে ফুল্লরা ও মানিকের দু-চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে জলের ধারায়। বাঁটুলবেশী নারদ, নেংটি, গুঁইবাবা, পাল্লালাল, ঘোড়ুই ও খগেনের প্রবেশ।)

নারদ : অর্ডারবুক! ওই তো আমার অর্ডারবুক! চুরি করেছে!

মানিক : হ্যাঁ, করেছি। (কোমরে গোঁজা অর্ডারবুকখানা বার করে তুলে ধরে) তোমাদের জীয়নকাঠি এখন আমার হাতে! পিথিবীতে আর তোমাদের যেতে দেব না!

নারদ : ধরো...পালাবার চেষ্টা করলে...

মানিক : না, আর করব না! পলাতি পলাতি এসে ঠেকেছি মরণের পারে। এর ওধারে তো আর যাওয়া যায় না! (কোমরের শেকলটা খুলে ওদের সামনে রেখে) ওই শেকল রইল! ওটা এবার হয় তুমি আমারে পরাবে, নয় আমি তোমারে। এসো, চলে এসো!

নারদ : নেংটি!

(নরকের পিশাচেরা মুহুর্মুহু হুংকার দেয়। উন্মুক্ত ছুরি হাতে নেংটি মানিকচাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানিক ও নেংটিতে তুমুল লড়াই চলে। বাকি সকলে দেখছে। ফুল্লরার চোখে আতঙ্ক। পিশাচেরা চিৎকার করছে। এরই মধ্যে মানিক নেংটিকে ধরাশায়ী করে তার ছুরি কেড়ে নেয়। নেংটি ইঁদুরের মতো ছুটে পালায়। নেংটি পালাতে সকলের করতালির মধ্যে গুঁইবাবা দু-হাতে দৈববিভূতি ছড়াতে ছড়াতে নাচতে নাচতে মানিকের দিকে অগ্রসর হয়। মানিক এই দৈবশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়। জোরহাতে গুঁইবাবার সামনে বসে। বিজয়ানন্দে গুঁইবাবা মানিকের পিঠে পা তোলে, মানিকচাঁদ অমনি একটানে তার লুঙ্গিটা খুলে দেয়। গুঁইবাবা লজ্জায় ছুটে পালায়। এবার সব পিশাচ - খগেন, ঘোড়ুই, পান্নালাল একযোগে মানিককে আক্রমণ করে। মানিক এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে তাদের হটিয়ে এসে দাঁড়ায় বাঁটুলবেশী নারদের সামনে।)

মানিক : বাঁটুল বিশ্বেস! তোমার বুক আজ ফুঁড়ব!

(মানিক ঝাঁপিয়ে পড়ে নারদের ওপর। অন্যেরা তাদের ঘিরে ধরেছে। সেই ফাঁকে নারদের বেশ পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাঁটুলের বেশ খসে যেতে গৈরিকধারী নারদমুনি বেরিয়ে পড়ে।)

নারদ : (গান)

আমায় মেরো না...আমি বাঁটুল বিশ্বাস না...বাঁটুল মর্ত্যে রয়েছে, তারে ধরতে পারো না।

(বাঁটুলের এই রূপ পরিবর্তনে ঘোড়ুই, খগেন ও পান্নালাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটে পালায়।)

ফুল্লরা : তুমি কেডা?

নারদ : (মাথার চূড়াবাঁধা জটা লাগাতে লাগাতে) কেউ না - আমি কেউ না...নেহাতই নিমিত্ত মাত্র! নারদের নাম শুনেছ? আমি সেই হতভাগা নারদ। মর্ত্যে তো আমার খুব বদনাম - আমি নাকি কলহ - কোন্দল ছাড়া কিছুই করতে পারি না। তাই ঠিক করেছি, ব্রহ্মার চাল বানচাল করে এ পালায় এক নতুন খেলা খেলে যাব! যাতে চিরকাল তোমরা আমার নাম মনে রাখো। দাও, খাতাটা দাও মানিকচাঁদ। তোমাদের রিবার্থ দিয়ে দিই। ব্রহ্মার সইয়ের ওপর তোমাদের নাম দুটো বসিয়ে দিই। যাও, মর্ত্যে আসল বাঁটুল ঘোড়ুই সব ছাড়া রয়েছে, তোমার ছেলেকে গিলে খাবে বলে। শেষ লড়াইটা, ওখানেই হবে। যাও...

মানিক : লেখো, লেখো। জ্যান্ত শয়তানের থাবা থেকে ছেলেডারে বাঁচাতে হবে...পিথিবীরে বাঁচাতে হবে। জ্যান্ত নেকড়ের দাঁত ভাঙতে হবে।

নারদ : হ্যাঁ। তোমাদের হবে নবজন্ম। নতুন বিশ্বে মানিকচাঁদ ফুল্লরা -

ফুল্লরা : না, ওই পাজির বাচ্চাগুলারে না মেরে এখান থেকে যাব না মানিক!

নারদ : ওদের মেরে কী হবে! ওরা তো অশরীরী ছায়া - মড়া! মড়াকে কি মারা যায়? তার চেয়ে বরং ওদেরও তোমাদের সঙ্গে জন্ম দিয়ে দিই।

ফুল্লরা : ফের ওই জানোয়ারদের জন্ম হবে?

নারদ : ভয় কী? মানবজন্ম তো আর দিচ্ছি না!

ফুল্লরা : তবে?

নারদ : জানোয়ারদের জানোয়ার জন্মই লিখে দিচ্ছি।

ফুল্লরা : হালুম করে তেড়ে আসবে!

নারদ : না, না, তা কেন? যদি গোরু করে দিই -

মানিক ও ফুল্লরা : গোরু!

নারদ : হ্যাঁ হ্যাঁ - সবাই গাই বলদ ষাঁড় হয়ে তোমাদের সেবা করবে। এতকাল যারা তোমাদের শোষণ করেছে, এবার তাদেরই দোহন করে অমৃত পান করবে তোমরা।

ফুল্লরা : আমার বাচ্চারা দুধ খাবে...

মানিক : চামড়া দিয়ে জুতো বানাব, শিং ভেঙে অস্ত্র গড়ব, কাঁধে লাঙল জুতে চাষ করব - হুরর হ্যাট হ্যাট হ্যাট...

নারদ : তাহলে লিখে দিচ্ছি - ঘোড়ুই খচো নেংটি গুঁইবাবা পান্নালাল নরকের যাবতীয় শয়তান...আর স্বর্গের অবশিষ্ট দেবতারা...যা, সব গোরু হয়ে যা! গো-জন্ম! তোরা গোরুগুলো নিয়ে চলে যা, আমিও বনের পথ ধরি...

(বলতে না বলতে ঘোড়ুই, গুঁইবাবা, খগেন, নেংটি, পান্নালাল গোরুর মুখোশ পরে ঢোকে।)

গোরুরা : (সুর করে ডাক ছাড়ে) হাম্বা বাবা হাম্বা হাম্বা...

নারদ : (গান)
কথা বোলো না
কেউ শব্দ কোরো না...
ভগবান গাভী হয়েছেন...
আমি আর সইতে পারি না...

(ব্রহ্মা, যম, চিত্রগুপ্ত, গোরুর মুখোশ পরে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। নারদ গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল।)

মানিক : কোনটা কে রে ফুলি! চেনা যাচ্ছে না!

ফুল্লরা : সব কটা গাই নয়রে (যমকে দেখিয়ে) এটা যেন ষাঁড়-ষাঁড়! (ব্রহ্মাকে দেখে) ওমা! এ কেডা? ভগমান না?

ব্রহ্মা : (গোরুর মুখোশটা একটু সরিয়ে, মুখ বার করে) ভগবান না...বলো ভগবতী!...নারদ! তোর মনে এই ছিল! নচ্ছার পাজি বর্ণচোরা ফ্রাংকেনস্টাইন! লিখলি কিনা স্বর্গ নরকে সবারই গো-জন্ম! আর কাকেই বা দোষ দেব চিতু? আমারই সই, আমারই ব্ল্যাংক পেপার-এ

সই যে আমারই মুখের জিয়োগ্রাফি এমনি পালটে দেবে কে জানত! ক্ষুর ঘষিসনে যম...ক্ষুর ঘষিসনে। কাঁদিস নে। আমার সাথে অনেক করলি...এবার চল, ঘাস খেতে চল! ইথে ভগবানের মান যায় না রে! বিষ্ণু শুয়োর-অবতার হয়ে জন্মেছিল! (নরকের গোরুদের দিকে চেয়ে) এসো বৎসগণ, চলো, নাতি - ঠাকুরদায় সব এক মাঠে চরিগে। (মানিককে) প্রভু, একটা রিকোয়েস্ট - গোরুর মধ্যেও আমাদের একটু স্পেশাল ট্রিটমেন্ট কোরো। কেননা বয়ম্ খলু অবতার গোরুম্! ভগবান এবার গো-অবতারে মর্ত্যে যাচ্ছেন! পথ দেখাও মা, পথ দেখাও...

(ব্রহ্মা মুখোশটা টেনে মুখ ঢাকে। সামনে ফুল্লরা, পেছনে মানিক এই অদ্ভুত মিছিল নিয়ে চলতে থাকে।)

গোরুগুলি : (চলতে চলতে সুর করে গায়) হাম্বা বাবা...হাম্বা হাম্বা...